POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا

এবং আমরা মানবমণ্ডলীর জন্য নিশ্চয় এই কুরআনে প্রত্যেক উপমা বিভিন্নভাবে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তবুও অধিকাংশ লোক অবিশ্বাস করা ব্যতিরেকে (সব কিছু) অস্বীকার করিল।

(বনী ইসরাঈল: ৯০)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 38-39

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 21-28 Sep, 2023 5-12 রবিউল আউয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

একজন মোমেন অপর মোমেনের জন্য এক ভবন সদৃশ, যার একাংশ অপর অংশকে দৃঢ়তা দান করে

২৪৪৫) হযরত বারাআ বিন আযিব (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) সাতটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয় নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি সেই সব বিষয়গুলি বর্ণনা করেন যেগুলো করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ অসুস্থের খোঁজ খবর নেওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, কেউ হাঁচি দিলে তার উত্তর দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, অত্যাচারিতের সাহায্য করা এবং আমন্ত্রিত হলে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং কসম দানকারীর কসম পূর্ণ করা।

২৪৪৬) হযরত আবু মূসা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, একজন মোমেন অপর মোমেনের জন্য এমন এক ভবন যার একাংশ অপর অংশকে দৃঢ়তা দান করে। আর (একথা বলে স্পষ্ট করার জন্য) তিনি নিজের এক হাতের আঙুলগুলিকে অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করান।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ আগস্ট ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

যারা অপরের হিতসাধন করে এবং অপরের জন্য কল্যাণকর সত্তা হয়ে থাকে, তাদের আয়ু দীর্ঘ হয়।

একথা একেবারে সত্যি যে, যে-ব্যক্তি পৃথিবীতে কল্যাণের কারণ হয়, তার আয়ু দীর্ঘ হয়। আর যে ক্ষতির কারণ হয় তাকে শীঘ্র তুলে নেওয়া হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

দীর্ঘায়ু লাভের উপায়

অপরের জন্য দোয়ার মাঝে এটাও এক কল্যাণ নিহিত রয়েছে যে, এর মাধ্যমে দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি হয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে, যারা অপরের হিতসাধন করে এবং অপরের জন্য কল্যাণকর সত্তা হয়ে থাকে, তাদের আয়ু দীর্ঘ হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ (আর রাআদ: ১৮) এবং দ্বিতীয় প্রকার সহানুভুতি যেহেতু সীমিত, তাই বিশেষ করে যাকে নিরন্তর হিতসাধনের ধারা বলা যেতে পারে সেটা হল এই দোয়া, যার কল্যাণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলে। যেহেতু এই কল্যাণ অধিকহারে মানুষের উপকারে আসে, তাই আমরা এই আয়াত থেকে সব থেকে বেশি লাভান্বিত হতে পারি দোয়ার মাধ্যমে। আর একথা একেবারে সত্যি যে, যে-ব্যক্তি পৃথিবীতে কল্যাণের কারণ হয়, তার আয়ু দীর্ঘ হয়। আর যে ক্ষতির কারণ হয় তাকে শীঘ্র তুলে নেওয়া হয়। কথিত আছে, শের সিংহ পাখি ধরে জীবন্ত আগুনে দগ্ধ করত। দুই বছরের মধ্যেই সে মারা যায়। তাই মানুষের জন্য জরুরী خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ হওয়ার জন্য চিন্তা করা এবং অভিনিবেশ করা। যেভাবে চিকিৎসা পদ্ধতিতে ইতিবাচক কৌশল কাজে আসে, অনুরূপভাবে অপরের কল্যাণ ও হিতসাধনের কাজেও কৌশল অবলম্বন একইভাবে কার্যকর। তাই কিভাবে অপরের হিত ও উপকার সাধন করা যায় তা নিয়ে মানুষের সব সময় চিন্তা করা এবং এর জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকা আবশ্যক।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮০)

প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে তাদের সমগোত্রের মানুষই মুক্তি দিতে পারে। কেননা, সেই ব্যক্তিই নমুনা হতে পারে যে তাদের মধ্য থেকে হয়ে উঠে আসে। অতএব, মানুষ ছাড়া ভিন্ন কোন সত্তা রসুল হিসেবে মানুষের জন্য আসতে পারে না। কেননা সে তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারবে না।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰۤى اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ○ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৫ ও ৯৬ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

প্রথম আয়াতে বলেছিলেন, 'আমি তো মানব রসুল। এর থেকে বেশি আমার কোন দাবি নেই। এখন এই আয়াতে বলা হয়েছে, আম্বিয়াদের উপর যে সব বড় বড় আপত্তি করা হয়, সেগুলির মধ্যে একটি হল তারা মানব রসুল। এটি কেবল একটি আপত্তি নয়, বরং এই শব্দবন্ধ জুড়ে আছে কয়েক প্রকারের আপত্তি। অনেকের আপত্তি, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু অতীব মর্যাদাবান, তাই তিনি মানুষকে কিভাবে রসুল বানিয়ে পাঠাতে পারেন? এরা ঐশী বাণী অবতরণের বিষয়টিকেই অস্বীকার করে। অনেকে আবার নিজেদের অহমিকা ও হঠধর্মিতার কারণে মানুষকে রসুল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে বলে, আমরাও তো এরই মত মানুষ। খোদা তা'লা যদি বাণী অবতীর্ণ করতেন তবে আমাদের উপর। তাকে কেন বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হল? তাই আমরা তাকে মেনে নিতে পারি না। এই সব মানুষ ঐশী বাণীর অবতরণকে অসম্ভব বিষয় বলে আখ্যা দেয় না, বরং নিজেদেরকে বড় জ্ঞান করার কারণে একথা মেনে নিতে পারে না যে, তাদের মত বড় বড় মানুষের প্রতি, তাদের ধারণা অনুসারে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বাণী প্রেরণ করবেন একজন নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষের হাত দিয়ে। তৃতীয় এক শ্রেণীর মানুষগুলো এই কারণে মানুষ রসুলকে মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর মানুষের কোনও প্রকার ইলহাম বা ঐশী বাণীর প্রয়োজন নেই। বরং সে তার মানবীয় শক্তির বলে নিজের জন্য নিজেই সঠিক পথ সন্ধান করতে পারে। চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ তারা যারা মানুষ রসুলের উপর এই কারণে আপত্তি করে যে, তাদের মতে রসুলের জন্য মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে আরও শক্তির প্রয়োজন হয়। এমন মানুষদের সামনে এক অতিদুর্বল ব্যক্তিকে এনে বলে দাও, এই ব্যক্তি অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী, তারা তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু পবিত্রকরণ শক্তি এবং বাস্তবায়ন শক্তির ব্যবহারিক নমুনা প্রদর্শনকারী মানুষ, যে কিনা মিথ্যা দাবি এবং মিথ্যা গর্ব পরিহার করে চলে, তাদের কাছে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কেননা, তারা অপ্রাকৃতিক বিষয়ের মোহে আচ্ছন্ন।

এরপর ৭ পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য অনেক পরিশ্রম করুন, আল্লাহ্ তা'লার বাণীর প্রসার করুন।

আমরা অনেক বেশি জাগতিকতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ি। আমাদের আশা-আকাঙ্খার অগ্রাধিকারগুলি বদলে যায়। আল্লাহ তা'লার ভালবাসা এবং নৈকট্য অর্জনে উন্নতি করার পরিবর্তে আমরা জাগতিক বিষয়াদির দিকে ধাবিত হই। এগুলিই এর প্রধান কারণ। আর যখন জাগতিক আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হয় না, কাঙ্খিত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে না তখন হতাশা মানুষকে গ্রাস করে। আর এই হতাশা পরবর্তীতে অস্থিরতায় রূপান্তরিত হয়। এই কারণেই আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, মানসিক ও আন্তরিক প্রশান্তি লাভের সর্বোত্তম পন্থা হল আল্লাহ্‌র স্মরণ, এরই মাধ্যমে মানুষ মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত নরওয়ে-র নাসেরাতুল আহমদীয়া সংগঠনের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভার্চুয়াল সাক্ষাত

৩০ শে অক্টোবর, ২০২১ তারিখে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) নর্থ ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের নাসেরাতুল আহমদীয়ার সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে নাসেরাতবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

একজন নাসেরা হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করেন যে, সমাজে মানসিক ব্যধি ও অবসাদের বিষয়ে আপনার কি অভিমত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেক সময় (মানসিক ব্যধি) এ কারণে তৈরী হয় যে আমরা অনেক বেশি জাগতিকতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ি। আমাদের আশা-আকাঙ্খার অগ্রাধিকারগুলি বদলে যায়। আল্লাহ তা'লার ভালবাসা এবং নৈকট্য অর্জনে উন্নতি করার পরিবর্তে আমরা জাগতিক বিষয়াদির দিকে ধাবিত হই। এগুলিই এর প্রধান কারণ। আর যখন জাগতিক আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হয় না, কাঙ্খিত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে না তখন হতাশা মানুষকে গ্রাস করে। আর এই হতাশা পরবর্তীতে অস্থিরতায় রূপান্তরিত হয়। এই কারণেই আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, মানসিক ও আন্তরিক প্রশান্তি লাভের সর্বোত্তম পন্থা হল আল্লাহ্‌র স্মরণ, এরই মাধ্যমে মানুষ মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। তাই আপনি যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করুন,তাঁর সমীপে নতজানু হোন, নিষ্ঠাসহকারে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন, দেখবেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে শান্তি প্রদান করবেন আর এর পরিণামে আপনি প্রশান্তি ও অনেক ভাল অনুভব করবেন।

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন, বর্তমান যুগের অধিকাংশ রোগী মানসিক অস্থিরতার শিকার হচ্ছেন। এর মূল কারণ হল, তারা অতিরিক্ত মাত্রায় জাগতিক বিষয়েরর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তাই আপনি যদি আল্লাহ্ তা'লার বেশি নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন, তবে অন্ততপক্ষে ৮০ শতাংশ অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে। তাই আপনারা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে জামাত আহমদীয়ার সদস্য হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। অর্থাৎ এই যুগের ইমাম মাহদীকে মান্য করার সৌভাগ্য পেয়েছেন যাঁর আগমণ সংবাদ আঁ হযরত (সা.) দিয়েছিলেন। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, জাগতিক বিষয়াদির পিছনে ধাবিত না হয়ে আমাদের সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর এবং এই বিষয়টিই তোমাদের প্রশান্তি দান করবে।

একজন নাসেরা প্রশ্ন করে যে, যখন কোন ধর্মের অনুকরণ ছাড়াই আপনি নিজের কাজ করতে পারেন, তবে ধর্মের প্রয়োজন কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন- যতদূর নৈতিকতার প্রশ্ন, নাস্তিকদেরও উন্নত আচরণ ও নৈতিকতা থাকতে পারে। তার মধ্যে সর্বদা সত্যকথা বলার গুণও থাকতে পারে। অপরদিকে কিছু ঈমানদার বা কোন ধর্মের অনুসারী সত্য কথা বলে না। অনেক সময় তারাই বেশি মিথ্যা বলে। এইরূপে একজন নাস্তিক ঈমানদার ব্যক্তির থেকে উত্তম হয়ে থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে একজন নাস্তিক একথাও স্বীকার করে যে, যাবতীয় নৈতিক আদর্শ যা পৃথিবীতে পাওয়া যায় বা মানবজাতি যেগুলির সঙ্গে পরিচিত সেগুলি সবই আল্লাহ্‌র রসুল ও নবীদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অতএব, এর থেকে জানা যায় যে, ধর্মই মানুষকে এই পৃথিবীতে নৈতিক আদর্শের শিক্ষা দিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ তা'লা বলেন, ইহকালের জীবনই শেষ জীবন নয়, মৃত্যুর পরেও এক জীবন আছে যা সমস্ত নবীগণ আমাদের বলে গেছেন যে, এই অস্থায়ী জীবনের পর এক স্থায় জীবন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আপনি যখন পৃথিবীতে ভাল কাজ করেন এবং নিজের স্রষ্টার প্রতি সেই সব দায়িত্ব ও কর্তব্যাবলী পালন করেন যা আপনার করা উচিত এবং আপনার সঙ্গে সহবস্থানকারীদের প্রতি কর্তব্যও পালন করা উচিত। তবেই আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে পরকালে প্রতিদান দিবেন। তাই আমরা বলি, কেবল ভাল আচরণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং একজন সত্যিকার ধর্মানুসারীকে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারও প্রদান করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শিক্ষার উপর আমল করা উচিত এবং হুকুকুল্লাহ্ প্রদানের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমাদের ইবাদত করা আল্লাহর কোন উপকারে আসবে না। এটা তোমাদের (মানুষের) লাভের জন্যই। কেননা আল্লাহ্ তা'লা এই পৃথিবীতে এবং পরকালেও তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের সহনাগরিকেদের অধিকারও দেওয়া উচিত। আর এর প্রতিদানও পরকালে পাওয়া যাবে। একজন নাস্তিক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তাই সে কেবল এই পৃথিবীতে প্রতিদান পাবে। অপরদিকে ঈমানদার ব্যক্তি এখানেও প্রতিদান পাবে এবং পরকালেও প্রতিদান পাবে। ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার এটাই লাভ।

আরও একজন নাসেরা প্রশ্ন করে যে, তারা স্কুলে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে পড়ে। কিভাবে মানুষকে বোঝানো যায় যে, ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, একজন মানুষকে হত্যা করার সমগ্র মানবতা হত্যা করার সমান। অপরদিকে একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করা সমগ্র মানবতার প্রাণ রক্ষা করার নামান্তর। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এক নিরপরাধ মানুষের হত্যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কিন্তু মুসলমানেরা কি করছে? মুসলমান একে অপরকে হত্যা করছে। এই কারণে সেই সব লোক যারা একে অপরকে হত্যা করছে, কুরআন করীমের দৃষ্টিতে এবং আঁ হযরত (সা.) এর হাদীসের দৃষ্টিতে তারা সকলে জাহান্নামী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলাম বর্ণনা করে যে, অস্ত্রের বলে ইসলাম প্রসারের অনুমতি নেই। এমনকি ইসলামের যখন ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সূরা হজ্জ এ অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেওয়া হয়, সেখানেও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় যে, তোমাদেরকে এদের (শত্রুদের) বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পার। কেননা, তোমরা যদি এখন এদেরকে যা খুশি করার স্বাধীনতা দিয়ে দাও, তবে তোমরা পৃথিবীর বুকে আর কোন ধর্মকে দেখতে পাবে না। তোমরা ইহুদীদের উপাসনাগার, কোন গীর্জা, কোন মন্দির বা মসজিদ অক্ষত দেখতে পাবে না। তাই এখানে যে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে সেটি কেবল ইসলামকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নয় বা ইসলামের প্রসারের জন্য, বরং প্রত্যেকটি ধর্মের রক্ষার জন্য। এর থেকে জানা যায় যে, ইসলাম কোন যুদ্ধবাজ ধর্ম নয়,বরং এটি অন্যান্য ধর্মকে রক্ষা করে। এইরূপে ইসলাম সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে এবং যাবতীয় প্রকারের চরমপন্থার বিরুদ্ধে।

হুযুর আনেয়ার বলেন, বর্তমান যুগের মানুষ ইসলামের নামে যা কিছু করছে তাতে কেবল ইসলামের সুনাম হানি ঘটছে। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে যাতে মিথ্যার সাহায্যে প্রমাণ করতে পারে যে সশস্ত্র জেহাদের অনুমতি রয়েছে এবং এটি ইসলামী শিক্ষার অংশ। যেমনটি ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি, ইসলাম সমস্ত ধর্মকে রক্ষা করে, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ বা অন্যান্য ধর্মকে ধ্বংস করা বা অস্ত্রের বলে ইসলাম প্রসারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

আরও এক নাসেরা প্রশ্ন করে যে, সৈয়্যদ তালেহ আহমদ (শহীদ) এর মত কিভাবে হওয়া যায়, যিনি ইসলাম তথা জামাত আহমদীয়ার সেবায় শহীদ হয়েছেন? হুযুর আনোয়ার বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কাজে অনেক পরিশ্রম করুন, আল্লাহ্ তা'লা বাণীর প্রচার করুন।।একজন মোমেনা এবং আহমদী মেয়ে হিসেবে নিজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন, যাতে মানুষ আপনাকে দেখে বলে যে, এটি সেই আহমদী মেয়ে যে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদূর শাহাদতের প্রশ্ন, এই মর্যাদার অধিকারী তিনিই কাউকে বানাতে পারেন। আমাদেরকে অন্ততপক্ষে ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং উন্নত মোমেন এবং উন্নত মুসলমান হিসেবে নিজেকে মেলে ধরা উচিত।

জুমআর খুতবা

আমাদের প্রত্যেক কর্মকর্তার এই চিন্তাধারা হওয়া উচিত যে, জাতির নেতা তাদের সেবক হয়ে থাকে। আমাদের জমাতের ব্যবস্থাপনাতেও প্রত্যেকটি পদে বা কাজে যখন কাউকে নিযুক্ত করা, তখন সেটি তার জন্য আমানত স্বরূপ।

আমাদের চেষ্টা করতে হবে সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা এবং দোয়া করে নির্বাচন করা।

আমি যাকে কোন কাজের জন্য নিযুক্ত করি আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য করেন এবং যে ব্যক্তি নিজের বাসনার অনুসরণে নিজেই কোনও কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হয় না। এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন না।

পদ লাভের বাসনা করা, কোন কাজের তত্ত্বধায়ক হওয়ার বাসনা করা অপছন্দনীয় বিষয়। তবে খিদতের স্পৃহা থাকা বাঞ্ছনীয়। খিদমত যে কোন প্রকারের হতে পারে। এটি পছন্দনীয় বিষয়।

কেউ যদি কোন পদের জন্য বাসনা পোষণ করে থাকে তবে জামাতীয় ব্যবস্থাপনায় এবং প্রত্যেক নির্বাচনী মঞ্চে তাকে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

যে কেউ নির্বাচনী সভার সদস্য হয় সে যেন আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মোতাবেক নিজের মতামত প্রদানের অধিকার প্রয়োগ করে। এবং দোয়ার পর এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে নিজের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সুপারিশ যুগ খলীফার কাছে উপস্থাপন করে।

কিছু কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে যে, তাদের আচরণে বিনয় নেই। এমন মনে হয় যে, সেই পদ লাভের পর সে কোন অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে।

কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করুন এবং যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করুন।

প্রত্যেক কর্মকর্তাকে নিজের নিজের বিভাগের উন্নতির জন্য প্রত্যহ অন্ততপক্ষে দুই রাকাত নফল পড়া উচিত। কেননা আল্লাহ্ তা'লা এতে বরকত দান করেন।

যদি তরবিয়ত বিভাগ সক্রিয় হয়ে ওঠে তবে আমার অনুমান, অন্যান্য বিভাগগুলি নিজে থেকেই ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সুচারুরূপে কাজ করতে শুরু করবে।

জামাতের সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রেখে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উন্নতি করুন। জামাতের ব্যবস্থাপনার গঠন হয়েছে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির প্রেরণা তৈরী এবং পরস্পরের প্রতি যত্নবান থাকার উদ্দেশ্যে।

আমরা সকলে এক, পরস্পর ভাইভাই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য আমরা নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থ অনুসারে চেষ্টা করছি।

এই চিন্তাধারাই আমাদের জামাতের ব্যবস্থাপনাকে একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনায় পরিণত করতে পারে এবং আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদান করতে পারে।

জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমি এটাও বলে দিই যে, এখানে যে চিঠিই আসুক, এখানে পৌঁছলে সেটা অবশ্যই পড়া হয় এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১৮ই আগস্ট , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (১৮ জহুর ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا (সূরা আন নিসা: ৫৯)অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা (তোমাদের) আমানতসমূহ যোগ্য ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করার আদেশ দিচ্ছেন। একটি হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, কাউকে যদি লোকদের বিষয়াদি দেখাশোনা সংক্রান্ত কোনো পদ বা কর্তৃত্ব দেওয়া হয় অথবা তাকে যদি মানুষের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়, তাহলে এটিও একটি আমানত। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারত)

অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জামা'তী ব্যবস্থাপনায় সকল পদ কিংবা কোনো দায়িত্ব যাতে কাউকে নিযুক্ত করা হয় সেটি (তার কাছে) আমানত। আমাদের জামা'তের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায় থেকে আরম্ভ করে কেন্দ্রীয় এবং দেশীয় পর্যায়ের সকল স্তরে আমরা কর্মকর্তা নির্বাচন করে থাকি। একইভাবে কেন্দ্রেও হয়ে থাকে। এরপর অঙ্গসংগঠনগুলোতেও একইভাবে কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা হোক কিংবা অঙ্গসংগঠনের ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় পর্যায় থেকে আরম্ভ করে কেন্দ্রপর্যন্ত সকল

স্তরে কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় আর সাধারণত তা নির্বাচনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, তোমরা যখন কর্মকর্তা নির্বাচন করবে তখন এমন লোকদের নির্বাচন করো যারা বাহ্যত অর্থাৎ তোমাদের দৃষ্টিতে ঐ কাজের জন্য সবচেয়ে যোগ্য এবং নিজের দায়িত্বরূপী আমানতের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।

নির্বাচনের সময় স্বজনপ্রীতি করা অথবা আত্মীয়তা দেখা উচিত নয়। কখনো কখনো কেন্দ্রীয় ভাবে অথবা যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে সরাসরিও কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। চিন্তাভাবনার পর এই কাজের জন্য যে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম হয়ে থাকে তাকেইনিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। তবে, কোনো কোনো সময় ধারণা ভুলও হতে পারে অথবা হতে পারে,পদ বা দায়িত্ব লাভের পর মানুষের মনমানসিকতা বদলে যায়। যে বিনয়, পরিশ্রম ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে কাজ করার চেতনা একজন কর্মকর্তার মাঝে থাকা উচিত তা (আর) থাকে না। এমন মানুষের আচার-আচরণের দায়ভার তার নিজের ওপরই বর্তাবে, নির্বাচকের ওপর নয়। যাহোক, আমাদের উচিত নিজেদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচন করা আর দোয়া করে ভোট দেওয়া।

যাহোক, সচরাচর এ চেষ্টা হয়ে থাকে যে, যাকে কোনো কাজের জন্য নিযুক্ত করা হচ্ছে সে যেন এমন না হয়, যে শুধু পদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় অত্যুৎসাহী হয়ে সামনে আসে। কোনো সময় জামা'তের সদস্যদের পক্ষ থেকে কোনো পদের জন্য এমন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবিত হয়ে এসে গেলেও, তার (প্রকৃত) অবস্থা সম্পর্কে যদি কেন্দ্র কিংবা যুগ-খলীফা জানতে পারেন, তাহলে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না। আর এ বিষয়টি একান্ত মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা সম্মত। একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে দুই ব্যক্তি আসে এবং বলে, আমাদের হাতে অমুক কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক, আমরা এর যোগ্যতা রাখি। মহানবী (সা.) বলেন, যাকে আমি কোনো কাজের জন্য নিযুক্ত করি আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য করেন, পক্ষান্তরে যে চেষ্টা করে কোনো কাজের দায়িত্ব নেয় আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হয় না।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, হাদীস-৭১৪৬)

তার কাজে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। তাই কখনো পদের বাসনা লালন করা উচিত নয়, পদ লাভের চেষ্টা করা উচিত নয়।

তবে ধর্মসেবার আগ্রহ অবশ্যই থাকা উচিত; অর্থাৎ আমি সুযোগ পেলে ধর্মের কাজ করবো। এই সেবার সুযোগ যেভাবে আসুক না কেন তা পূর্ণরূপে পালন করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অতএব, পদের বাসনা করা, কোনো কাজের তত্ত্বাবধায়ক সেজে তা করার জন্য লালায়িত হওয়া পছন্দনীয় নয়।

তবে সেবার প্রেরণা ও চেতনা থাকা উচিত, তা সে কাজ যেরূপই হোক না কেন; এটি পছন্দনীয় বিষয়।

সুতরাং এসব বিষয় নির্বাচকদেরও সবসময় স্মরণ রাখা উচিত। পবিত্র কুরআনের আদেশ এবং মহানবী (সা.)-এর দিক-নির্দেশনা সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। অর্থাৎ দোয়া করার পর তোমাদের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি কোনো কাজের সবচেয়ে বেশি যোগ্য, তাকে নির্বাচিত করো। এছাড়া যদি কেউ কোনো পদের আকাঙ্ক্ষা রাখে তবে জামা'তী ব্যবস্থাপনায় এবং প্রত্যেক নির্বাচনী বৈঠকে তা নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত এবং ভোটারদের ন্যায়ের ভিত্তিতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিত। সাধারণত নির্বাচনের রীতি হলো, জাতীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নির্বাচন সংক্রান্ত নির্বাচনী ফলাফল যুগখলীফার সমীপে উপস্থাপন করা হয়। যুগ-খলীফা যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে তাকে মনোনয়ন দেবেন না-কি যে সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছে তাকে মনোনয়ন দেবেন – সেই সিদ্ধান্ত করার কর্তৃত্ব একান্ত তার। কখনো কখনো এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে এমন সব তথ্য-উপাত্ত কেন্দ্র এবং যুগ-খলীফা জ্ঞাত থাকেন যা সাধারণ মানুষ জানে না। যাহোক, এটি আবশ্যক নয় যে, যে বেশি ভোট পাবে তাকেই মনোনীত করতে হবে।

অনুরূপভাবে দেশের স্থানীয় জামা'তগুলোর যে নির্বাচন হয়রীতি অনুসারে সেগুলোর কোনো কোনোটির অনুমোদন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা দিয়ে দেয়। যদি কোনো পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে যুগ-খলীফার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া হয়। পারতপক্ষে সবসময় চেষ্টা থাকে যেন ভালো কর্মী সামনে আসে। তবে কোনো কোনো স্থানে যেমন মানুষ পাওয়া যায় তাদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু এখানেও পুনরায় নির্বাচকদের ও ভোটারদের স্মরণ রাখা উচিত, নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী উত্তমরূপে আমানতের সুরক্ষাকারী ব্যক্তি যেন নির্বাচিত হয়।কখনো কোনো পদলোভীকে ভোট দেওয়া উচিত নয়, কিংবা বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা দেখে অথবা এটি দেখে ভোট দেওয়া উচিত নয় যে, কোনো ব্যক্তির সমর্থনে অধিকাংশ হাত উঠেছে তাই আমিও আমার হাত উঠাব। এটি আল্লাহ্ তা'লার আদেশের পরিপন্থী এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের পরিপন্থী।

যদিও এ বছর জামা'তের কেন্দ্রীয় নির্বাচন হবে না, (পূর্বেই) হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো কোনো স্থানে অঙ্গসংগঠনসমূহের তথা আনসার, খোদ্দাম (এবং) লাজনার নির্বাচন হবে। এসব সংগঠনের সদস্যদের উচিত, যে ব্যক্তিই নির্বাচন কমিটির সদস্য হবে সে (যেন) আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী নিজের ভোটাধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করে এবং দোয়ার মাধ্যমে, দোয়ার পরে এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে নিজের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ব্যক্তির অনুকুলে যুগ-খলীফার সমীপে সুপারিশ করে।

আমরা যদি ন্যায়ের ভিত্তিতে নিজেদের এই দায়িত্ব পালন করি কেবল তবেই জামা'তের উন্নতিতে আমাদের ইতিবাচক ভূমিকা থাকবে এবং আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব।

এর পাশাপাশি আমি কর্মকর্তাদের মনোযোগ তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি আকর্ষণ করতে চাই। এতে সন্দেহ নেই যে তারা জামা'তের কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু সর্বাবস্থায় তাদের নিজেদের দায়িত্ববোধের চেতনা থাকা উচিত আর সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন, তাই তাঁর অনুগ্রহরাজি লাভের জন্য আমাদেরকে সকল প্রকার ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে থেকে (শুধুমাত্র) আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে নিজের দায়িত্ব পালন করা উচিত।

কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে যে, তাদের আচার-ব্যবহারে বিনয় পরিলক্ষিত হয় না আর এমন মনে হয় যেন এই পদ লাভের পর সে কোনো অসাধারণ মানুষ হয়ে গেছে।

আমি এটি বলছি না যে, ফেরাউনিয়াত বা ফেরাউনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। তবে তারা নিজেদেরকে কিছু একটা হনুরে মনে করতে আরম্ভ করে। বিশেষকরে যেসব কর্মকর্তাকে মনোনীত করা হয়, তারা যদি ওয়াকেফে যিন্দেগীও হয়ে থাকে তাহলে তাদের এমন আচরণ সহ্য করার মতো নয়। কোনো কোনো ওয়াকেফে যিন্দেগীকে জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে যে, (তাদের) আচার-আচরণ চরম দাম্ভিকতাপূর্ণ, তারা সালামের উত্তরও দেয় না। এমন আচার-আচরণ প্রদর্শনকারীরা নিজেদের সংশোধন করুন। আর আল্লাহ্ তা'লা সেবার যে সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য বিনত হোন আর ছোট-বড় সবার সাথে ভালোবাসা ও বিনয়ের সাথে সাক্ষাৎ করুন। আপনাকে জামা'তের সাধারণ সদস্যদের সেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের ওপর কোনো প্রকার কর্মকর্তাসুলভ দাপট দেখানোর জন্য নয়।

এছাড়া কেউ কেউ এমনও রয়েছে যারা নিজেদের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করে না। আমার পক্ষ থেকেও কতিপয় বিষয়াদি রিপোর্টের জন্য প্রেরণ করা হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে স্মরণ না করানো হয় বা বার বার জিজ্ঞেস না করা হয় তা তাদের ড্রয়ারে পড়ে থাকে। ছয় মাস বা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটি ক্ষমার পত্র লিখে বলে দেয়, আমাদের ভুল হয়েছে, আমরা এগুলোর বিষয়ে যথাসময়ে পদক্ষেপ নিতে পারি নি। কেন্দ্রের পত্র বা যুগ-খলীফার পত্রের ক্ষেত্রে যদি তাদের ব্যবহার ও আচরণ এরূপ হয়ে থাকে, তাহলে জামা'তের সাধারণ সদস্যদের বিষয়ে তাদের কাছে কীভাবে এই আশা করা যায় যে, তাদের সাথে তারা ভালো ব্যবহার করবে ? এদের উচিত নিজেদের সংশোধন করা, নতুবা তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

কতিপয় অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

একটি বিষয় হলো, নিজেদের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করুন; যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করুন।

সর্বদা একথা দৃষ্টিপটে থাকা উচিত যে, খোদা তা'লা আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন, তিনি আমাদের প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করছেন। কোনো পদ লাভের পর আমরা সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাই নি, বরং আমরা আরও বেশি খোদা তা'লা কর্তৃক পাকড়াওয়ের যোগ্য। মানুষ আমাদেরকে নির্বাচিত করেছে, যুগ-খলীফা আমাদের বিশ্বাস করে এই দায়িত্বের জন্য মনোনীত করেছেন; তাই আমাদের সেই আস্থার মান রাখার চেষ্টা করতে হবে আর নিজেদের সমস্ত যোগ্যতা এই দায়িত্ব সর্বোত্তমরূপে পালনের জন্য ব্যয় করতে হবে। এরূপ চেতনা থাকলেই সঠিক কাজ করার প্রেরণা সৃষ্টি হবে আর জামা'তের সদস্যদের সহযোগিতাও লাভ হবে। প্রায়শ কর্মকর্তারা এই অভিযোগ করে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জামা'তের সদস্যরা সহযোগিতা করে না। নিঃসন্দেহে সদস্যদেরও দায়িত্ব হলো , যাদেরকে তারা নিজেরাই কাজের জন্য নির্বাচিত করেছে তাদের সাথে সহযোগিতা করা। কিন্তু একই সাথে কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব হলো,মানুষের সামনে নিজেদের সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করা। সম্প্রতি একজন কর্মকর্তা সম্পর্কে রিপোর্ট এসেছে যে, সে নিজ উপার্জন অনুসারে সঠিক চাঁদা প্রদান করে না আবার স্বল্প হারে চাঁদা দেওয়ার

অনুমতিও নিতে চায় না। প্রশ্ন হলো, এমন ব্যক্তি অন্যদের জন্য কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে? অন্যদের সে কীভাবে বলবে যে, আর্থিক কুরবানী করো। অতএব ব্যক্তিগত আদর্শ স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। প্রচুর ইস্তেগফার করা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা বর্ণনা করা আবশ্যক, নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

একজন সেক্রেটারি তরবিয়ত নিজে যদি পাঁচ ওয়াক্ত বাজামা'ত নামায আদায়ের প্রতি মনোযোগী না হয় তাহলে সে অন্যদের কী-ইবা নসীহত করবে যে, নামাযের প্রতি মনোযোগ দাও। অনুরূপভাবে একজন ওয়াকফে যিন্দেগী এবং মুরব্বী নিজে যদি নফল আদায়ের প্রতি মনোযোগী না হয় তাহলে জামা'তের সদস্যদের সে কীভাবে এই নসীহত করবে যে, ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দাও। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, অ আহমদী মৌলবি নসীহত করে কিন্তু তার কর্ম তার নসীহত অনুযায়ী হয় না, তাই তার কথার প্রভাব পড়ে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৭)

অতএব আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত খুবই চিন্তাভাবনা করে অতিবাহিত করা আবশ্যক। প্রতিটি পদক্ষেপ খুবই সতর্কতার সাথে নেওয়া প্রয়োজন। এমনটি হলে পরেই আমরা নিজেদের আমানতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারব।

তরবিয়ত সেক্রেটারিরা যদি আদর্শ হয়ে প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে জামা'তের তরবিয়ত করে তাহলে জামা'তের সদস্যদের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে।

প্রত্যেক কর্মকর্তার নিজ বিভাগের উন্নয়নের জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে দুই রাকাত নফল নামায পড়া উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা বরকত দান করেন।

যদি তরবিয়ত বিভাগ সক্রিয় হয়ে যায় তাহলে বাকি বিভাগগুলো আপনাআপনিই আমার ধারণা অনুযায়ী কমপক্ষে ৭০ শতাংশ কাজ উত্তমভাবে করা আরম্ভ করবে।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কর্মকর্তাদেরকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, বিশেষ করেজামা'তের আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং তরবিয়ত সেক্রেটারিদের। অবশ্য অন্যদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য; এমন নয় যে, অন্যরা না করলেও কিছু যায় আসে না। কর্মকর্তাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে এদিকে আকর্ষণ করার অর্থ মোটেই এটি নয় যে, বাকিরা এরূপ না করলেও চলবে! সবাই আমল করলেই জামা'তের যথাযথ উন্নতি হবে। এমন নয় যে, আদর্শ প্রদর্শন না করলেও কোনো ক্ষতি নেই। এর অনেক প্রভাব পড়ে। প্রত্যেক কর্মকর্তার কর্মের প্রভাব রয়েছে। সেক্রেটারি মাল স্বয়ং যদি নিজের চাঁদা সঠিকভাবে প্রদান না করে তাহলে যেমনটি আমি বলেছি, সে অন্যদের কী বলবে আর তার কথায় কীইবা কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে? তবলীগ সেক্রেটারি নিজেই যদি যথাযথভাবে তবলীগ না করে,দায়িত্ব পালন না করে- তাহলে জামা'তের সদস্যদের কীভাবে তবলীগের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে? অতএব প্রতিটি বিভাগই গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে অঙ্গসংগঠনগুলোর সদরদের পদ রয়েছে , আমেলার অন্যান্য সদস্যদের পদও গুরুত্বপূর্ণ।

অঙ্গসংগঠনগুলোকেও সকল স্তরে নিজেদেরকে সক্রিয় করতে হবে। কোনো কোনো স্থানে লাজনার সদর সম্পর্কে অভিযোগ আসে যে, তার ব্যবহার ভালো নয়। কারো কারো নওআহমদী নারীদের সাথে আচরণ ভালো নয়; তাদেরকে কাছে টানার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেওয়ার কারণ হচ্ছে। নও-আহমদী মহিলাদের খুবই রূঢ়ভাবে বলা হয় যে, 'আমরা তোমাদের সংশোধন করব!' অথচ আমার দৃষ্টিতে স্বয়ং এমন লাজনা সদরের সংশোধন হওয়া উচিত। এমনটি ঘটার কারণ হলো, গুটিকতক লোক স্থায়ীভাবে বা অতিদীর্ঘকাল পদে থেকে যায়। লাজনার সদস্যারাও তাদের নির্বাচনের সময় এটি দেখে না যে, কে যোগ্য আর কে নয়। এর ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এরপর অভিযোগ আসতে থাকে আর যখন সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন মানুষের ঈমান নষ্ট হয়। অতএব ভোটার নারীরাই যদি নিজেদের ভোটাধিকার ন্যায় ও খোদাভীতির নিরিখে প্রয়োগ না করে থাকে তাহলে অভিযোগও থাকা উচিত নয়। সুতরাং নির্বাচনের সময় যারা দায়িত্ব পালনের যোগ্য তাদেরকে নির্বাচিত করলে অভিযোগ দূর হবে, নতুবা আমরা নিজেদের সংশোধন করতে পারব না।

কর্মকর্তাদের আমি এটিও বলব যে, তারা কেবল স্টেজে বসার জন্য নয়।

প্রত্যেক কর্মকর্তার একজন সাধারণ কর্মীর ন্যায় ডিউটি দেওয়া উচিত।

বাইরে থেকে জলসায় আসা একজন নও-আহমদী মহিলা আমাকে বলেছেন যে, এখানে জলসায় একটি বিষয় আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। আমি দেখেছি, লাজনার সদর সাহেবা এখানে মেয়েদের সাথে শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করছেন। এটি অবশ্য সদর সাহেবার দায়িত্ব ছিল (যা তিনি পালন করছিলেন,) এটি কোনো অসাধারণ কাজ নয় যা তিনি করেছেন। যদি তিনি ডিউটি না দেন আর সর্বত্র নিগরানী না করেন তাহলে তিনি দোষী হবেন। সদর সাহেবা নিজে এভাবে ডিউটি না দিলে বা চেক না করলে তিনি নিজ আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন না। কিন্তু যাহোক, আমানতের বিষয়ে সচেতন পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তারা অন্যদের সংশোধনেরও কারণ হয়ে থাকেন।

অতএব এটি হলো সেই চেতনা যা আমাদের সকল কর্মকর্তাদের মাঝে থাকা উচিত যে, জাতির নেতা তাদের সেবক হয়ে থাকে, যা মহানবী (সা.)-এর ভাষ্য।

একইভাবে সাধারণ পরিস্থিতিতেও সকল কর্মকর্তার দায়িত্ব হলো, জামা'তের সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখে তাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দৃঢ় করা, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া। জামা'তের প্রতিটি সদস্যের মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, জামা'তের ব্যবস্থাপনা তো পারস্পরিক সহানুভূতির প্রেরণা সৃষ্টির জন্য এবং পরস্পরের খেয়াল রাখার জন্য বানানো হয়েছে; এটি দেখানোর জন্য নয় যে, কে কর্মকর্তা আর কে অধীনস্থ, কে বড় আরকে ছোট।

আমরা সবাই সমান ও ভাই ভাই। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছি।এই চিন্তাচেতনাই জামা'তের নেযামকে সুন্দর করতে পারে এবং এই চিন্তাই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটতর করতে পারে। এই চিন্তাধারা পোষণ না করলে এবং এর বিপরীত আমল করলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধভাজন হবো। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যাকে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য তত্ত্বাবধায়ক এবং দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, সে যদি মানুষের নিগরানী, নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন এবং তাদের মঙ্গল কামনায় অলসতা প্রদর্শন করে- তার মৃত্যুতে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার কপালে বেহেশত জুটবে না।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, হাদীস-৭১৫০-৭১৫১)

অতএব এটি অনেক বড় সতর্ক বাণী, অনেক ভয়ের ব্যাপার ওভীষণ চিন্তার বিষয়।

আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং (প্রত্যেকেই) তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত আর তাতে তত্ত্বাবধায়ক কারা তার উল্লেখ রয়েছে, আমি এখানে শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকু পড়ে দিচ্ছি। তিনি (সা.) বলেন, আমীরও তত্ত্বাবধায়ক, (অর্থাৎ কর্মকর্তারাও তত্ত্বাবধায়ক; কর্মকর্তারাও এতে অন্তর্ভুক্ত;)।

এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। অধীনস্থ বলতে তাদের বুঝায় না যাদের ওপর শাসন চালানো হয়, বরং সেসব লোক যাদের সাহায্য করার, যাদের সংশোধনের ও হিতসাধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

সুতরাং এই হাদীসেই উদাহরণ দেয়া হয়েছে যে, গোটা বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক হলো স্বামী এবং মহিলারা তাদের সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, হাদীস-৭১৩৮)

শাসন করার জন্য তো তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয় নি, (বরং) তাদের সুশিক্ষা, তাদের কল্যাণের পরিকল্পনা করা এবং তাদের চাহিদা পূর্ণ করার জন্য তারা তত্ত্বাবধায়ক। অতএব এসব দায়িত্ব যদি পালন না করে তবে মহানবী (সা.)-এর বাণী অনুযায়ী বেহেশত হারাম হয়ে যায়। তাই যাদেরকে তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করা হয়, কর্মকর্তা বানানো হয়, তারা যদি সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন না করে এবং নিজ এলাকায় নামমাত্র যুগ-খলীফার প্রতিনিধি সেজে বসে থাকে তবে তারা যুগখলীফাকেও বদনাম করছে এবং যুগ-খলীফাকেও পাপের ভাগিদার করছে।

আমি যেভাবে উদাহরণ দিয়েছি, মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ করে না। এমন মানুষের ব্যাপারে আমার কাছে এছাড়া আর কোনো সমাধান নেই যে, তারা যদি সত্যিই নিজেদের সংশোধন না করে তাহলে তাদেরকে যেন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া হয় আর আমি যেন তাদের পাপের অংশীদার না হই। সুতরাং আমিও আল্লাহ্ তা'লার নিকট ইস্তেগফার করছি, তারাও যেন ইস্তেগফার করে এবং নিজেদের সংশোধন করে। আল্লাহ্ তা'লা করুন, আহমদীয়া খিলাফত যেন সর্বদা এমন সুলতানে নাসীর লাভ করতে থাকে যারা নিজেদের দায়িত্ব বুঝে কার্য সম্পাদন করবে। এমন যেন না হয় যে, কেবল পদের জন্য পদ নিয়ে বসে থাকবে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

এ বিষয়টিও মনোযোগের দাবি রাখে যে সম্বন্ধে মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সামগ্রিক বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক হয়, তার লক্ষ্য ও প্রয়োজনসমূহ আল্লাহ্ তা'লা ততক্ষণ পূর্ণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ না করবে।

অতএব যেখানে এ দায়িত্ব যুগ-খলীফার ওপর বর্তায় সেখানে সে-সকল কর্মকর্তার ওপরও বর্তায় যারা স্ব স্ব জামা'তসমূহে যুগ-খলীফার প্রতিনিধি আর কর্মকর্তাদের ওপর এটি অনেক বড় দায়িত্ব। কেবল আমেলার মিটিংয়ে নিজেদের মতামত দিয়ে এবং মিটিংয়ে অংশ নিয়ে মনে করা যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি- এটি যথেষ্ট নয়। মানুষের কল্যাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে থেকে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর সম্ভাব্য সর্বোত্তম পথ খুঁজে বের করা উচিত। এজন্য অর্থাৎ জাগতিক প্রয়োজনাদি পূরণ করার জন্য আমাদের উমুরে আম্মা এবং সানাত ও তেজারাত বিভাগ রয়েছে। একইভাবে অঙ্গসংগঠনগুলোরও এ লক্ষ্যে নিজ নিজ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা উচিত। নিঃসন্দেহে আমাদের সামর্থ্য কম; কিন্তু যা-ই আছে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তার সর্বোত্তম ব্যবহার করে আমরা অনেককে সাহায্য করতে পারি।

একটি বিভাগ রয়েছে যা বর্তমানে প্রায় সব জামা'তের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দঁাড়িয়েছে- সেটি হলো রিশতানাতা বিভাগ।

এর জন্য অনেক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। জামা'তী ব্যবস্থাপনা ও অঙ্গসংগঠনসমূহকে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে এ কাজ করতে হবে। আবার এখানে জামা'ত এবং অঙ্গসংগঠনসমূহের তরবিয়ত বিভাগকেও অনেক সক্রিয় করা প্রয়োজন।

ঘুরে-ফিরে এই বিভাগের দিকেই কথা ফিরে আসে, আমাদের যুবকদের যদি সঠিক তরবিয়ত হয়ে যায় তাহলে বিয়েশাদির ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর এই শিক্ষাকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখার কথা যে, বিয়েশাদির ক্ষেত্রে সম্পদ, বংশ ও সৌন্দর্যের পরিবর্তে ধর্মকে প্রাধান্য দাও।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস-৫০৯০)

এটি যদি আমাদের কাছে অগ্রগণ্য হয় তাহলে ছেলে-মেয়ে উভয়েই নিজেদের ধর্মীয় অবস্থার উন্নয়ন ও আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়াকে প্রাধান্য দেয়ার কথা। এভাবে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে পারব। অন্যথায় বর্তমানে দাজ্জাল যে চাল চালছে তা থেকে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় রক্ষা পাওয়া কঠিন। এর জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক কর্মকর্তার প্রথমে নিজের ঘরের সংশোধন করা আবশ্যক। এরপর জামা'তের মাঝে সেই বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক। ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্র ধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার তা শুধু বুলিসর্বস্ব যেন রয়ে না যায়, বরং আমাদের মাঝে প্রত্যেকেই যেন এর ব্যবহারিক চিত্র হয়ে যায়। এমনটি হলেই আমরা দাজ্জালের মোকাবিলা করতে পারব আর আমাদের পরবতী প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারব। আর আমাদের অঙ্গীকারের সুরক্ষা করতে পারব, যথাযথভাবে অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারব এবং নিজেদের আমানত যথাযথ স্থানে প্রত্যর্পণ করতে পারব।

সুতরাং পৃথিবীর সব জামা'তের দেশীয় ও স্থানীয় আমেলা, অনু রূপভাবে অঙ্গসংগঠনগুলোর এ বিষয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করা এবং এক কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া প্রয়োজন যেন নিজেদের আমানত রক্ষা করতে পারে।

যেভাবে আমি উমু রে আম্মার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি; আমাদের ব্যবস্থাপনায় একটি বিভাগ হলোউমু রে আম্মা আর এই বিভাগকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, আর বাস্তবেও তা-ই। কিন্তু মোটের ওপর এই ধারণা জন্মেছে যে, এই বিভাগের কাজ শুধু মানুষকে শাস্তি দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া অথবা শক্তভাবে সতর্ক করা। পৃথিবীর সর্বত্র উমু রে আম্মা বিভাগে যারা কাজ করেন তাদের জানা থাকা উচিত,সব জায়গায় তাদের শুধু এতটুকুই কাজ নয়; এটা তো শুধুমাত্র কাজের একটা অংশ। কঠোরভাবে সতর্ক করা কোনোভাবে তাদের কাজ নয়, বরং চরম পরিস্থিতিতে যখন অন্য কোনো সমাধান থাকে না তখন শাস্তিস্বরূপ এর সুপারিশ করা হয়। এখানে আমি আবার বলব, যদি তরবিয়ত বিভাগ সক্রিয় থাকে তাহলে উমু রে আম্মার অনেক সমস্যা সমাধা হয়ে যায় যা জামা'তের সদস্যদের নিজেদের মাঝে ঝগড়ার সাথে সম্পর্ক রাখে বা জামা'তের সদস্যদের মন্দ কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে অথবা বিরোধীদের কোনো চক্রান্তের সাথে অথবা দুর্বল ঈমানের লোকদের মাধ্যমে জামা'তে অস্থিরতা তৈরির যে চেষ্টা হয়ে থাকে- তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

অনেক সময় তরবিয়ত বিভাগ জামা'তের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক গড়ে সেই বিষয়ে (তরবিয়তের) চেষ্টাও করে থাকে। চেষ্টার ফলে যেখানে মানুষের অভিযোগ দূর হয়, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মন্দ ধারণা দূরীভূ ত হয়, তারা জামা'তের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং সশ্রদ্ধভাবে মেনেও নেয়। এর ফলে মুনাফিক ও দুষ্ট লোকদের মাধ্যমে বিরোধীরা যে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করেছিল তা-ও ব্যর্থ হয়। সুতরাং তরবিয়ত বিভাগ এবং উমুরে আম বিভাগের অনেক সময় সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করা একান্ত আবশ্যক।

যেভাবে আমি বলেছি, উমু রে আম্মার কাজ অনেক ব্যাপক। জামা'তে অর্থনৈতিক দৃঢ়তা আনার জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করা তাদের কাজ, জামা'তের সদস্যদের চাকরি এবং অন্যান্য আয়উপার্জনের উপায় পেতে পথপ্র দর্শন করা ও সাহায্য করা তাদের কাজ, মানবসেবার কাজ করা তাদের দায়িত্ব। আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে বুঝিয়ে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি মেটানো তাদেরকাজ। কিন্তু বিচার সংক্রান্ত বিষয়াবলির সিদ্ধান্ত দেওয়া আরম্ভ করা উমুরে আম্মার কাজ নয়।

হ্যাঁ, কাযা বিভাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা তাদের কাজ। কিন্তু সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর যদি কোনো পক্ষ তা মেনে নিতে গড়িমসি করে তবে উমুরে আম্মা বিভাগের কাজ হচ্ছে তাকে সুন্দরভাবে বুঝানো যে, এটি না মেনে কেন নিজেদের ধর্ম নষ্ট করছ? সামান্য পার্থিব স্বার্থের জন্য কেন নিজেদের পরকালকে ধ্বংস করছ? এসব লোক বারবার আমাকে লিখতে থাকে আর আমারও সময় নষ্ট করে, অথচ নিজেরাই ভ্রান্তিতে থাকে। বোঝালে অনেকেই বুঝে যায়। যাহোক, শুধু শাস্তি র সুপারিশ করাই উমুরে আমার কাজ নয়, বরং সেই শাস্তি থেকে লোকদের বাঁচানো এবং এজন্য সম্ভাব্য সব চেষ্টা করা প্রয়োজন।

কোথাও যদি কোনো ভুল কাজ হতে দেখে বা মনে করে যে, এর মাধ্যমে জামা'তের স্বার্থহানী হতে পারে- তাহলে দ্রুত তরবিয়ত বিভাগকে সাথে নিয়ে, মুরব্বীদের সহযোগিতা নিয়ে একদিকে যেমন জামা'তের স্বার্থ রক্ষা করবে, সেইসাথে লোকদের ঈমান রক্ষারও চেষ্টা করবে এবং এটি করা উচিত।

কখনো কখনো কর্মকর্তাদের আচরণ জামা'ত সম্পর্কে লোকদের মনে কুধারণা সৃষ্টি করে। উদাহরণস্ব রূপ, যদি কেউ স্বীয় প্রয়োজনে যুগ-খলীফার কাছে আবেদন করে আর জামা'তের প্রেসিডেন্ট বা আমীর অথবা উমুরে আম্মা বা সংশ্লিষ্ট বিশেষ কোনো বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় যদি হয় এবং কেন্দ্র থেকে যদি সে ব্যক্তির ব্যাপারে রিপোর্ট চাওয়া হয়, তবে কেন্দ্রে শীঘ্র রিপোর্ট পাঠানোর পরিবর্তে কর্মমর্তারা সেই ব্যক্তির সাথে রূঢ় আচরণ করে যে, আমাদের মাধ্যমে কেন আবেদন করলে না? আর এভাবে বিষয়টি ঝুলে থাকে। দীর্ঘদিন যখন কেন্দ্র থেকে কোনো উত্তর না পায় তখন সে ব্যক্তির মনে কুধারণা সৃষ্টি হয়। যারা আমাকে সরাসরি লেখে, বিশেষভাবে তাদের মনে ধারণা জাগে যে আমাদের দরখাস্ত কেন্দ্রে পৌঁছে না। এরূপ অবস্থাও দেখা দেয় যে, দীর্ঘদিন যখন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না তখন লোকেরা ভাবে, যুগ-খলীফার কাছে আমাদের আবেদন পৌঁছায়ই নি। একদিকে বলে, আমাদেরকে কেন জানাও নি? অপরদিকে বলে, যেহেতু আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে নি তাই এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। এ কারণে যুগ-খলীফার প্রতি ও যুগ-খলীফার দপ্তরের প্রতি সংশয় সৃষ্টি হয়।

অথচ এগুলো সবই মিথ্যা! সব চিঠিই কেন্দ্রে পেঁ ছে। যে-সব চিঠিপত্র এখানে আসে সেগুলো খোলাও হয়, পড়াও হয়। এমন নয় যে, সেগুলোকে আটকে রাখা হয়। সর্ব প্রকার আবেদন সংশ্লিষ্ট জামা'তকে রিপোর্টের জন্য পাঠানোও হয়। যাহোক, জামা'তের সদস্যদের আমি বলতে চাই, যেসব চিঠিই কেন্দ্রে আসে সেগুলো খোলাও হয়, পড়াও হয় এবং সেগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)**

জামা'তের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সেটির জবাব দিতে দেরি করে। তাই এরূপ কর্মকর্তাদের ভয় থাকা উচিত, তাদের এরূপ কর্মকাণ্ড জামা'তের সদস্য ও যুগখলীফার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে, জামা'তী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি করে আর এভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গুনাহগার হচ্ছে। কারো ঈমান নিয়ে খেলে সে পাপিষ্ঠ হচ্ছে। অতএব এরূপ লোকদের ভয় থাকা উচিত।

প্রত্যেক কর্মকর্তার স্মরণ রাখতে হবে, বিশেষভাবে জামা'তের সদস্যদের প্রয়োজন মেটানো যাদের দায়িত্ব তাদের স্মরণ রাখতে হবে, তারা যদি তাদের কাজে ঔদাসিন্য প্রদর্শন করে এবং লোকদের অধিকার আদায় না করে তবে তারা কেবল আমানতের খেয়ানত করছে না, বরং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শাস্তিও পাবে।

হাদীসে মহানবী (সা.)-এর উক্তি রয়েছে, যে ইমাম [সব কর্মকর্তা এতে অন্ত র্ভু ক্ত] অভাবী, নিঃস্ব ও দরিদ্রদের জন্য নিজ দরজা বন্ধ রাখে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রয়োজনের সময় আকাশের দরজা বন্ধ করে দেন।

(সুনানুত তিরমিযি, কিতাবুল আহকাম, হাদীস-১৩৩২)

সুতরাং কোনো কর্মকর্তা বা তার দপ্তরের কোনো কর্মী যদি এমন মনোভাব রাখে তবে তার উচিত অন্তরে আল্লাহ্ তা'লার ভয় লালন করে দ্রুততার সাথে লোকদের চাহিদা পূরণ করা অথবা নিদেনপক্ষে দ্রুত রিপোর্ট দেওয়া। তারপর কেন্দ্রের দায়িত্ব হলো খতিয়ে দেখা যে, চাহিদা কতটুকু পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো উত্তর না দেয়া এবং দরখাস্ত এক কোনায় ফেলে রাখা- এটি অনেক বড় অপরাধ। অতএব, আমাদের চেষ্টা করা উচিত আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালানো, প্রত্যেক পুণ্যকর্ম সম্পাদনে মনোযোগী হওয়া। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করো। যদি কোনো মন্দ কাজ করো তবে তৎক্ষণাৎ পুণ্যকর্ম করার চেষ্টা করো। এই পুণ্য পাপকে মুছে দেবে। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ ও ভালো ব্যবহার করো।

(সুনানুত তিরমিযি, আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-১৯৮৭)

অনুরূপভাবে একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবু মূসা এবং মুআ'য বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের দুটি পৃথক অংশে শাসক নিযুক্ত করে প্রেরণের প্রাক্কালে এই উপদেশ প্রদান করেন, সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করবে, জটিলতা তৈরি করবে না; প্রেম-প্রীতি ও আনন্দ ছড়াবে, ঘৃণার বিস্তার ঘটতে দেবে না।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩৪১-৪৩৪২)

সুতরাং, এটি সেই উপদেশ যা প্রত্যেক এমন কর্মকর্তার পথনির্দেশক নীতি হিসেবে সামনে রাখা উচিত যে মানুষের সাথে অধিক সম্পর্ক রাখে।অতএব, এটি হলো সেই পন্থা যা অবলম্বন করে কর্মকর্তাগণ জামা'তের সদস্যদের যথাযথ সেবা করার দায়িত্ব পালন করতে পারেন, তাদের ঈমানের সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখতে পারেন, জামা'তের ঐক্য বজায় রাখতেও নিজের ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং স্বীয় আমানতের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণও করতে পারেন। যখন এটি হবে তখন এমন সুন্দর সমাজ গঠিত হবে যা সঠিক ইসলামী সমাজ আর যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে মেনে বয়আতের অঙ্গীকার করেছি।

অতএব কর্মকর্তাগণ সর্বদা একথা স্মরণ রাখুন, জামা'তের সদস্যরা তাদেরকে এ কারণে নির্বাচিত করেছেন বা ভবিষ্যতে করবেন যেন তারা স্বীয় আমানতের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কিন্তু যারা নির্বাচিত করেছেন তারা যদি তাদের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে নির্বাচিত না -ও করে থাকেন, তাহলে এখন কর্মকর্তাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওপর যে আমানত অর্পণ করেছেন তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং নিজেদের দায়িত্বসমূহ সদিচ্ছায় পালন করা, আল্লাহ্ তা'লার ভয় হৃদয়ে লালন করে সম্পাদন করা, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আদায় করা, যুগ-খলীফার সাহায্যকারী হয়ে আদায় করাও যথাসাধ্য লোকদের ঈমানের দৃঢ়তা এবং তাদের উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে আদায় করা। যখন এই চিন্তাভাবনা রাখবেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নিজ দায়িত্বসমূহ সম্পাদন করবেন তখন আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের কর্মসমূহকে আশিসমণ্ডিত করবেন এবং সকল ক্ষেত্রে সাহায্যকারী ও সহায় হবেন। এমন যদি না হয় তবে আমরা তাকওয়া থেকে দূরে সরে যেতে থাকব। খোদা তা'লার সাথেও খিয়ানত করব, যুগ-খলীফার সাথেও খিয়ানত করব এবং যারা ভরসা করেছিল, (হোক তা) সঠিক বা ভুল, তাদের ঈমানেরও ক্ষতি সাধনকারী হব।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মু'মিন তারা যারা নিজেদের আমানত এবং অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, অর্থাৎ আমানত প্রত্যার্পণ এবং অঙ্গীকার রক্ষার ব্যাপারে তাকওয়া ও সাবধানতা অবলম্বনে কোন ত্রুটি রাখে না। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২১, পৃ: ২৩৯-২৪০)

পুনরায় অপর এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, "মানব সৃষ্টির মাঝে দুই প্রকারের সৌন্দর্য বিদ্যমান। এক, পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা। আর তা হলো, খোদা তা'লার সকল আমানত এবং (তাঁর সাথে কৃত সকল) প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে মানুষের যথাসম্ভব খেয়াল রাখা উচিত যেন এ সংক্রান্ত কোনো কর্ম পরিত্যক্তনা হয়; [আমানতের দায়িত্ব না পালন করার কারণে যেন কোনো কর্ম পরিত্যক্ত না হয়।] অনুরূপভাবে সৃষ্টজীবের আমানত এবং প্রতিশ্রুতিসমূহের ক্ষেত্রেও মানুষের একই সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অর্থাৎ হুকুকুল্লাহ্ আর হুকুকুল ইবাদ আদায়ের ক্ষেত্রে সে যেন তাকওয়ার ভিত্তিতে কার্যসাধন করে যা হলো পারস্পরিক উত্তম লেনদেন; বা বলা যায়, (এটিই হলো) আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২১, পৃ: ২১৮)

অতএব প্রত্যেক কর্মকর্তার এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের নিজেদের ভেতর এক আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এসব কথার মূল সম্বোধিত ব্যক্তি হলাম আমরা, বিশেষ করে যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তারা।

প্রত্যেক আহমদী তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করে থাকে; কিন্তু যারা কর্মকর্তা রয়েছেন এবং যাদের ওপর জামা'তের দায়িত্ব ন্যস্ত, নিজেদের অঙ্গীকার এবং আমানতের সুরক্ষা করার বিষয়ে দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি তাদের ওপর বর্তায়। যে দায়িত্ব আপনাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে তা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজেদের সকল শক্তিসামর্থ নিয়োজিত করে পালন করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

****

(১ম পাতার পর.....)

এমন মানুষ অনেক সময় অতীতের নবীদেরকে স্বীকার করে। কিন্তু অতীতের নবীদের প্রতি তাদের ঈমান যে কেবল প্রথাগত ঈমান ছিল, নতুন নবীর আবির্ভাব তাদের প্রকৃতির সেই ত্রুটিকেই সামনে এনে দেয়।

৯৬ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযুর (রা.) বলেন,

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, ফিরিশতা বলতে ফিরিশতার গুণসম্পন্ন মানুষকে বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় একজন ফিরিশতার উপর অপর ফিরিশতা আসার প্রয়োজন কি? এই আয়াতে সেই ধরণের মানুষের ধারণার উত্তর দেওয়া হয়েছে যারা মনে করে যে, তারা বড় লোক আর তাদের প্রতি সরাসরি ইলহাম হওয়া উচিত ছিল। বলা হয়েছে যে, ফিরিশতা গুণসম্পন্ন মানুষের প্রতি ফিরিশতার অবতরণ ঘটে, ভিন্ন কোন প্রকারের উপর নয়। তোমরা ফিরিশতা হয়ে উঠলে তোমাদের উপরও ফিরিশতা অবতীর্ণ হত। কিন্তু তোমরা তো শয়তান হয়ে গেছ, তোমাদের উপর কিভাবে ফিরিশতা অবতরণ করবে? দ্বিতীয়ত, সেই সব লোকদের উত্তর দেওয়া হয়েছে যারা মনে করে মানষের থেকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কোন সত্তার প্রয়োজন ছিল, মানুষ এই কাজ করতে সক্ষম নয়। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে তাদের সমগোত্রের মানুষই মুক্তি দিতে পারে। কেননা, সেই ব্যক্তিই নমুনা হতে পারে, যে তাদের মধ্য থেকে হয়ে উঠে আসে। অতএব, মানুষ ছাড়া ভিন্ন কোন সত্তা রসুল হিসেবে মানুষের জন্য আসতে পারে না। কেননা সে তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারবে না। এই সব অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে রসুলের অর্থ কেবল ওহী আনয়নকারী হবে না, বরং রিসালতের যে সব শর্তসহকারে 'বশর' রসুল (মানুষ রসুল) আবির্ভূত হয়ে থাকেন সেই সব অর্থ ধরা হবে। (তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৯০)

১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের মাঝে বদরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি তৈরী করেন আর আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রাণদাস এর আগমণের বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হই। আল্লাহ তা'লা যেন মুসলমান জাতিকেও বদরের এই ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবন করার এবং আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বে আগমণকারী প্রতিশ্রুত মসীহকে সনাক্ত করার তৌফিক দেন যাতে মুসলমান জাতি পুনরায় নিজেদের হৃত গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

আঁ হযরত (সা.) মুসলমানদের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, কয়েদীদের প্রতি বিনম্র ও স্নেহসুলভ আচরণ করবে এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে যত্নবান থাকবে।

আঁ হযরত (সা.) এই উম্মতে আগমণকারী মাহদীর একটি নিদর্শন আখ্যা দিয়ে বলেছেন, তাঁর কাছেও একটি পুস্তক থাকবে যার মধ্যে বদরের সাহাবাদের সংখ্যা অনুসারে তিনশ তেরোজন সাহাবাদের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে।

সমস্ত কর্মীবৃন্দ যারা জলসায় বিভিন্ন ডিউটিতে নিয়োজিত রয়েছেন তারা জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথি মনে করে খিদমত করার চেষ্টা করুন।

ডিউটিতে নিয়োজিত সেবকদের সব সময় নিজেদের উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করতে থাকা উচিত আর তাদের মুখে সব সময় হাসি থাকা উচিত।

কেউ যদি কারো মধ্যে ভুল কিছু দেখে যা আমাদের পরিবেশের পবিত্রতা এবং শিক্ষার পরিপন্থী হয় তবে বিনয় ও স্নেহ দিয়ে তাকে বোঝাবেন।

প্রত্যেক আহমদীকে বিশেষভাবে জলসার সফলতার জন্য দোয়া করতে থাকা উচিত।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২১ শে জুলাই, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২১ ওফা ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

বদরের যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে যুদ্ধবন্দিদের সাথে মহানবী (সা.) -এর সদয় আচরণের বিষয়ে তাবাকাত ইবনে সা'দে লিপিবদ্ধ আছে, যুদ্ধবন্দিদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাসও ছিলেন। তিনি (সা.) সেই রাতে কষ্টের কারণে জাগ্রত ছিলেন। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি কেন বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন? তিনি (সা.) বলেন, আব্বাসের আর্তনাদের কারণে আমার ঘুমাতে কষ্ট হচ্ছে। একথা শুনে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে আব্বাসের বাঁধন আলগা করে দেন। তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। রজ্জুগুলো কিছুটা আলগা করে দেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, কি ব্যাপার! আমি আব্বাসের আর্তনাদ কেন শুনতে পাচ্ছি না ? সেই ব্যক্তি বলল, আমি আব্বাসের বাঁধন কিছুটা শিথিল করে দিয়েছি। আঁ হযরত (সা.) বললেন, তবে প্রত্যেক বন্দির প্রতি অনুরূপ আচরণ কর।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে স'দ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯)

আমার আত্মীয় বলে তার প্রতি এমন আচরণ করলে, এমন যেন না হয়।

বদরের কয়েদীদের সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে লেখা আছে, 'আঁ হযরত (সা.) তিন দিন পর্যন্ত বদর উপত্যকায় অবস্থান করেন। আর এই সময় তিনি শহীদদের কাফন ও দাফন এবং আহতদের ক্ষতস্থানে পটি বাঁধার কাজে মগ্ন থাকেন। সেই দিনগুলিতেই যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ একত্রিত করা হয় এবং কুফফারদের কয়েদী, যাদের সংখ্যা ছিল ৭০জন, তাদেরকে নিরাপদে বিভিন্ন মুসলমানদের সোপর্দ করা হয় আর আঁ হযরত (সা.) মুসলমানদের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, কয়েদীদের প্রতি বিনম্র ও স্নেহসুলভ আচরণ করবে এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে যত্নবান থাকবে।

সাহাবাগণ তাঁদের নিজ প্রভু ও মান্যবর আঁ হযরত (সা.)এর প্রতিটি নির্দেশ পালনে উন্মুখ হয়ে থাকত। তাই তাঁরা আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশটিকে এমন শিরোধার্য করেছেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোন তুলনা পাওয়া যায় না। সেই সব যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে একজন বন্দি আবু আযিয বিন উমায়ের পক্ষ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) এর নির্দেশের কারণে আনসার আমাকে সেঁকা রুটি দিতেন আর নিজে খেজুর জাতীয় কিছু খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। অনেক সময় এমন হত যে, তাঁর কাছে রুটির একটি ছোট্ট টুকরো থাকলেও সেটি আমাকে দিতেন, নিজে খেতেন না। আর যদি আমি কখনো লজ্জাবশত সেটি ফিরিয়ে দিতাম, তবে তিনি জোর করে আমাকেই দিয়ে দিতেন। যে সব কয়েদীদের কাছে পর্যাপ্ত পোশাক ছিল না তাদের পোশাক দেওয়া হয়েছিল। আব্বাসকে আব্দুল্লাহ্ বিন আবি নিজের কামিস দিয়েছিলেন।

প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম মিউর বন্দিদের সাথে মুসলমানদের উত্তম আচরণের স্বীকারুক্তি প্রদান করে বলেছেন, মহম্মদ (সা.) এর নির্দেশ অনুসারে আনসার ও মুহাজির কাফের বন্দিদের সাথে অত্যন্ত দয়া ও প্রীতিসুলভ আচরণ করেছেন। এছাড়া অনেক বন্দির নিজেদের এই স্বীকারুক্তি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে যে, তারা বলতেন, খোদা তা'লা মদীনাবাসীর মঙ্গল করুন! তারা আমাদের বাহনে চড়াতেন, অথচ নিজেরা পায়ে হেঁটে যেতেন। আমাদেরকে গমের রুটি খেতে দিতেন আর নিজেরা কেবল খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। অতএব, এটি শুনে আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, অনেক বন্দি এরূপ সদয় আচরণের কারণে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল আর এরপর সেসব লোককে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া যেসব বন্দি ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের উপরও এই উত্তম আচরণের সুগভীর প্রভাব পড়েছিল।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৩৬৫)

বদরের যুদ্ধের গুরুত্ব এবং এর প্রভাব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, বদর বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহ এবং যায়েদ বিন হারিসা মদিনায় পৌঁছলেন, তখন তাদের মুখে বিজয় সংবাদের ঘোষণা শুনে আল্লাহর শত্রু ইহুদী কাআব বিন আশরফ সেটিকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে। সে বলতে থাকে, মহম্মদ (সা.) যদি তাদের বড় বড় নেতাদের হত্যা করে থাকেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠে থাকার চায়তে ভূগর্ভে থাকা শ্রেয়। অর্থাৎ জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫০)

আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর পুস্তকে বদরের যুদ্ধের পরিণাম উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের ফলাফল কাফিরদের ধর্মীয় ও দেশীয় পরিস্থিতির উপর পালাক্রমে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল আর প্রকৃত অর্থে ইসলাম উন্নতির পথে একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। কুরাইশের সমস্ত

বড় বড় নেতা যাদের একেকজন ইসলামের উন্নতির পথে ইস্পাতসম প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারা এই যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

উতবা এবং আবু জাহলের মৃত্যুর পর সমগ্র কুরায়েশ সাম্রাজ্যের মুকুট আবু সুফিয়ানের মাথায় পরানো হয়। যার ফলে নতুন করে উমাইয়া রাজত্বের সূচনা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কুরায়েশের শক্তি ও ক্ষমতা প্রকৃত অর্থে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। মদীনায় তখনও পর্যন্ত আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল প্রকাশ্যে কাফের ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধের পর সে বাহ্যত ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পর সে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল; কিন্তু সে আজীবন মুনাফিক ছিল এবং এই অবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করে। আরব গোত্রগুলো এসব ঘটনা দেখে অনুগত না হলেও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই অসাধারণ বিজয় কাফেরদের মধ্যে বিদ্বেষের আগুনে আরও বেশি ইন্ধন দেয় এবং তারা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। কুরাইশদের আগে শুধু হাজরামীর শোক ছিল, বদরের পর এখন প্রতিটি ঘরেই শোকের ছায়া নেমে আসে, আর মক্কার সন্তানেরা বদরের নিহতদের প্রতিশোধের জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠে। তাই সুওয়ায়েকের ঘটনা এবং উহুদের যুদ্ধ ছিল এই উত্তেজনরাই বহিঃপ্রকাশ।"

(সীরাতুন নবী, প্রণেতা শিবলী নোমানী, ১ম খণ্ড,পৃ: ২১০-২১১)

বদরের বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ লেখেন- 'এখনও পর্যন্ত মদিনায় অউস এবং খাজরাজ গোত্রের অনেক মানুষ শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বদরের বিজয় তাদের মধ্যে আলোড়ন ফেলে দেয় আর তাদের মধ্য থেকে অনেকে আঁ হযরত (সা.) এর মহান ও অস্বাভাবিক বিজয় দেখে ইসলামের সত্যতার অনুরাগী হয়ে পড়ে। এরপর মদিনা থেকে পৌত্তলিকতার বীজ অতি দ্রুত বিলুপ্ত হতে থাকে। কিন্তু অনেক এমন মানুষও ছিল যাদের মনে ইসলামের এই বিজয় দেখে বিদ্বেষ ও হিংসার আগুন ধিকে ধিকে জ্বলতে থাকে। তারা প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করাকে নির্বুদ্ধিতা বিবেচনা করে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, কিন্তু অভ্যন্তরে ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য মুনাফিক গোত্রদের সঙ্গে যোগ দেয়। শেষোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন আবিয়ান বিন সুলুল, যে কিনা খাজরাজ গোত্রের এক খ্যাতনামা নেতা ছিল এবং আঁ হযরত (সা.) মদিনা আগমণের পর নিজের নেতৃত্ব হারানোর শোক ভুলতে পারে নি। এই ব্যক্তি বদরের পর বাহ্যত মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু তার মন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতায় পূর্ণ ছিল। এবং মুনাফিকদের নেতা হয়ে সে ভেতর ভেতর ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.)-এ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা শুরু করে। "

(সীরাতুন খাতামান্নবী, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম. এ ,পৃ: প: ৩৭৬)

তিনি আরও বলেন, 'বদরের যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব মুসলমান, কাফির সবার উপর পড়েছিল। তাই ইসলামের ইতিহাসে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে এই যুদ্ধের নাম ইয়াওমুল ফুরকান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই দিন যেদিন ইসলাম ও কুফরের মাঝে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও বদরের যুদ্ধের পরও কুরাইশ ও মুসলমানদের মাঝে বড় বড় যুদ্ধ ও লড়াই হয়েছে এবং মুসলমানদের উপর বড় বড় বিপদ এসেছে, কিন্তু এ যুদ্ধের পর মক্কার কাফিরদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল, পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে যার ক্ষতিপূরণ আর কখনোই হয় নি। অবশ্য নিহতদের সংখ্যার বিচারে এটা ভীষণ পরাজয় ছিল না। কুরাইশের ন্যায় পরাক্রমশালী জাতির সত্তর-বাহাত্তর জন সৈন্য নিহত হওয়াকে কোনভাবেই জাতীয় বিপর্যয় বলা যায় না। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের নিহত সেনা সংখ্যা ঠিক এতটাই ছিল । কিন্তু এই ক্ষতি মুসলমানদের বিজয়ের পথে কোন অস্থায়ী বাধা হিসেবেও প্রতিপন্ন হয় নি। " যদিও মুসলমানরা সেই সময় অত্যন্ত দুর্বল ছিল। "তবে কি কারণে বদরের যুদ্ধকে 'ইয়াওমুল ফুরকান বলা হল? কুরআন করীম এই প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দিয়েছে- يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ । বস্তুতপক্ষে সেদিন কাফেরদের মূলোৎপাটন হয়েছে। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধ কাফেরদের মূলে কুঠারাঘাত করেছে আর তারা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। এই আঘাত যদি শিকড়ের পরিবর্তে শাখায় দেওয়া হত, তবে অনেক বেশি গুণ শক্তিশালী হলেও এই ক্ষতির থেকে কমতর হত। কিন্তু তাদের শিকড়ে করা কুঠারাঘাত বিশাল মহীরূহকে নিমেষের মধ্যে জ্বালানিতে পরিণত করেছে। রক্ষা পেয়েছে কেবল সেই সব শাখাগুলি যেগুলি অন্য বৃক্ষের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং বদরের ময়দানে কতজন মানুষ নিহত হয়েছিল তা দিয়ে কুরাইশদের ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ করা হয় নি। বরং ক্ষয়ক্ষতির মাপকাঠি ছিল কারা কারা নিহত হয়েছে। আর আমরা যখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে কুরাইশদের নিহতদের প্রতি দৃষ্টি দিই, তখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, বাস্তবেই বদরের ময়দানে কুরাইশদের মূলোৎপাটিত হয়েছিল। উতবা, শায়বা, উমাইয়া বিন খালাফ, আবু জাহাল, উকবা বিন আবি মুয়ায়েত এবং নাযার বিন হারিস প্রমুখ নেতারা কুরাইশদের জাতীয় জীবনের প্রাণভোমরা ছিল; বদর উপত্যকায় সেই প্রাণভোমরা চির বিদায় নিয়েছিল এবং নিষ্প্রাণ দেহের ন্যায় পড়ে ছিল। এটি ছিল সেই বিনাশ যার কারণে বদরের যুদ্ধকে 'ইয়াওমে ফুরকান' নামে অভিহিত করা হয়েছে।"

(সীরাত খাতামান্নাবীইন, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. পৃ: ৩৭১-৩৭২)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে লেখেন, 'কুরআন মজীদ এই যুদ্ধের নামই রেখেছে ফুরকান আর আরবের সেই নেতা যে বাড়ি থেকে এই ঘোষণা দিয়ে বের হয়েছিল যে, ইসলামের নাম চিরতরে মুছে ফেলবে, এই যুদ্ধে সে নিজেই মুছে গেছে। আর এমনভাবে মুছে যায় যে, তার নাম উচ্চারণকারী কেউ অবশিষ্ট নেই আর থাকলেও সে নিজেকে তার প্রতি আরোপিত করাকে গর্বের বলে মনে করে না, বরং লাঞ্ছনার বলে মনে করে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা এই যুদ্ধে মুসলমানদেরকে এক অসাধারণ সফলতা দান করেছিলেন।" (সীরাতুন নবী, আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬১০)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আরও বলেন, 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এরপরও মুসলমানদের উপর নির্যাতন হতে থেকেছে আর কাফেরদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধ লড়তে হয়েছে, কিন্তু বদরের যুদ্ধ কাফরদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিল। অপরদিকে মুসলমানদের বৈভব ও মর্যাদা তাদের উপর প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল।

কুরআন মজীদে ফুরকান নামে অভিহিত এই বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বাইবেলেও ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। যিহোশূয়া ২১ অধ্যায়ের ১৩-১৭ নম্বর আয়াতে লেখা আছে, 'আরব সম্পর্কে ঐশীবাণী। আরবের মরুভূমিতে তুমি রাত্রি যাপন করবে। হে দোদানির অভিযাত্রীদল! পানি নিয়ে তৃষ্ণার্তদের স্বাগত জানাতে এস। হে তেমা-ভূমির বাসিন্দাগণ! পলাতকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য খাদ্য সহকারে বের হও। কেননা এরা তরবারির সামনে থেকে, নগ্ন তরবারি থেকে এবং কর্ষিত তীর এবং প্রবল যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে এসেছে। কেননা, খোদাবন্দ আমাকে এরূপ বলেছেন, এখন থেকে এক বছরের মধ্যে, হ্যাঁ শ্রমজীবিদের বছরকালের মধ্যে কেদরের সমস্ত প্রভাব মুক্ত হবে এবং কেদর বংশীয় ধনুধরদের মধ্যে গুটিকয়েক অবশিষ্ট থাকবে। কেননা ইসরাইলের খোদা আমাকে এমনটি বলেছেন।'

তিনি (রা.) বলেন, 'যীহোশূয়া নবীর এই বাণীতে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, হিজরতের ঠিক এক বছর পর আরবে এমন এক যুদ্ধ সংঘটিত হবে যাতে কেদরদের সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ধূলিস্যাৎ হবে। আর যারা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর পলায়নের অপবাদ দিত তারা নিজেদের সৈন্যসামন্তের উপস্থিতিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। এমনকি তাদের সেনাপতি ও সেনাপ্রধানদের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকবে। অবশেষে মক্কা উপত্যকা সেনাপ্রধানদের খুইয়ে তাদের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে বসবে যা এতদিন যাবৎ তারা অর্জন করেছিল। অনুরূপভাবে কুরআন করীম এক একাদশতম রাত্রির সংবাদ দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, হিজরতের পুরো এক বছর পর কাফেরদের সমস্ত শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে আর মুসলমানদের জন্য বিজয় ও সফলতার প্রভাত উদিত হবে। সেই অনুসারে ঠিক বছর পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে কাফেরদের বড় বড় নেতা নিহত হয় এবং মুসলমানরা কাফেরদের উপর সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করে। লক্ষ্য করুন, মদিনা আসার পর প্রথম রমযান পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীটির দশ বছর পূর্ণ হয়েছিল আর রমযান মাস থেকে একাদশতম বছরের সূচনা হয়েছিল। এই এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বছর ১৭ই রমযান বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে কাফেরদের বড় বড় নেতারা নিহত হয় আর এইরূপে তাদের অন্যায় আক্রমণের ধারা ব্যহত হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের উপর যে একাদশতম রাত্রি এসেছিল তা ঠিক এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দূরীভূত হয়। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থনে মুসলমানেরা বিজয় ও সফলতার সকালের মুখ দেখে। " (তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫১৫)

বদরের সাহাবাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সে সম্পর্কে লেখা আছে যে, হযরত জিবরাইল নবী করীম (সা.) এর সমীপে এসে বললেন, 'আপনি মুসলমানদের মধ্যে বদরের সাহাবাদের কি মর্যাদা দিবেন? ' আঁ হযরত (সা.) বললেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান। বা এই ধরণেরই কোন বাক্য বলেছিলেন। জিব্রাইল বলেন, অনুরূপভাবে সেই সব ফিরিশতারাও শ্রেষ্ঠ যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৩৯৯২)

এখন যে ঘটনাটি আমি বর্ণনা করতে চলেছি যদিও সেটি ইতিপূর্বে হযরত আলি (রা.)-এর জীবনালেখ্যতে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এর গুরুত্ব বিবেচনায় এখানেও বর্ণনা করব।

উবাইদুল্লাহ্ বিন আবি রাফে (রা.) বলেন, তিনি বলেন, আমি এটি হযরত আলি (রা.)এর কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে জুবায়ের এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন। আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'তোমরা যাও। রওযায়ে খাখ নামক স্থানে তোমরা এক

অশ্বারোহিণীকে পাবে, তার কাছে একটি একটি চিঠি আছে সেটি তার কাছ থেকে তোমরা নিয়ে নিবে। আমরা রওনা হই। আমাদের ঘোড়া দ্রুত বেগে আমাদের নিয়ে যেতে থাকে। রাওযায়ে খাখ- এ পৌঁছে আমরা এক অশ্বারোহিনীকে দেখতে পাই। আমরা তাকে বললাম, চিঠিটা বের করো। সে বলল, আমার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম, তোমাকে চিঠি বের করতে হবে, অন্যথায় আমার তোমার কাপড় খুলে ফেলব এবং তল্লাশি করব। একথা শুনে সে সে চিঠিটি চুলের খোপা থেকে বের করে দিল। আমরা সেই চিঠিটি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসি। আমরা দেখলাম তাতে লেখা আছে, হাতিব বিন বা'লতা-র পক্ষ থেকে মক্কার মুশরিকদের নামে। সে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কোন পরিকল্পনার সংবাদ দিচ্ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, হাতিব এটা কি? সে বলল, হে রসুলুল্লাহ্! আমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়ো করবেন না। আমি এমন এক ব্যক্তি যে কি না কুরাইশদের সঙ্গে এসে মিলে গিয়েছিল, কিন্তু আমি তাদের মধ্য থেকে ছিলাম না। আর অন্যান্য মুহাজির যারা আপনার সঙ্গে ছিলেন, মক্কায় তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল যাদের মাধ্যমে তারা নিজেদের ঘরবাড়ি এবং বিষয় আশয় রক্ষা করে এসেছে। আমি চাইলাম সেই মক্কাবাসীদের একটু উপকার করতে। কেননা আমার কোন আত্মীয়তা ছিলই না। হয়তো তারা আমার এই উপকারের কারণে আমার কথা মাথায় রাখে আর আমি কোন কুফর বা ধর্মত্যাগের মানসে এই কাজ করি নি; ইসলাম গ্রহণের পর কোনওভাবেই কুফর পছন্দ করা যায় না। তিনি বলেন, সত্য অন্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করার পরেও কিভাবে কুফরকে পছন্দ করা যায়। একথা শুনে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, সে তোমাদের সত্য বলেছে। হযরত উমর (রা.) বললেন, হে রসুলুল্লাহ (সা.)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের মুণ্ডচ্ছেদ করে দিই। আঁ হযরত (সা.) বললেন, সে তো বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল আর তোমরা কি জান যে, আল্লাহ্ তা'লা বদরবাসীদের দেখেছেন আর বলেছেন তোমরা যা খুশি কর, আমি তোমাদের পাপকে আড়াল করে দিয়েছি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩০০৭)

অর্থাৎ এখন গুরুতর পাপ হবে না আর তাদের পরিণত শুভ হবে। এরা কুফরের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে না। এটাই এর অর্থ। হযরত হাতিব (রা.)এর কথা থেকেও স্পষ্ট, যেমনটি আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, ইসলাম গ্রহণের পর কুফরকে কখনোই পছন্দ করা যায় না।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস-৪৬৫৪)

অর্থাৎ কুফরের অবস্থা ছাড়া সাধারণ ভুলত্রুটি এবং পাপকে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করবেন। ভিন্নবাক্যে এখানে আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ের নিশ্চয়তাও দান করেছেন যে, তাদের উপর কখনও কুফরের অবস্থা আসবে না আর তাদের পরিণতি কল্যাণকর হবে। আরও একটি অর্থ হল, যদি কিছু পাপ ও ভুলত্রুটি হয় তা তবে মানবীয় দুর্বলতার কারণে আর আল্লাহ্ তা'লা সেগুলো ক্ষমা করে দিবেন।

উম্মুল মোমিনীন হযরত হাফসা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'আমি আশা করি, বদরে এবং হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কেউই আগুনে প্রবেশ করবে না। ইনশাআল্লাহ॥ আমি নিবেদন করি, হে রসুলুল্লাহ! আল্লাহ্ তা'লা কি বলেন নি وَاِنۡ مِّنۡكُمۡ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتۡمًا مَّقۡضِيًّا (সূরা মরিয়ম, আয়াত: ৭২) অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারীদের মধ্য থেকে কেউ নয়, কিন্তু সে অবশ্যই এতে অবতরণ করবে। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) বলেন, তুমি কি আল্লাহ্র সেই বাণী শোন নি ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيۡنَ فِيۡهَا جِثِيًّا (সূরা মরিয়ম, আয়াত: ৭৩) অর্থাৎ- অতঃপর আমরা তাদেরকে রক্ষা করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং আমরা অত্যাচারীদেরকে এর মধ্যে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ, হাদীস-৪২৮১)

হযরত উমর (রা.)এর যুগেও যখন সাহাবাদের ভাতা নির্ধারিত হয়, তখন বদরী সাহাবাদের ভাতা বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়। বদরী সাহাবীরা নিজেরাও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা নিয়ে গর্ব বোধ করতেন। মিউর সাহেব লেখেন, 'বদরী সাহাবাগণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হতেন। সাআদ বিন আবি ওয়াকাস যখন আশি বছর বয়সে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপনীত হন, তখন তিনি বলেন, আমাকে সেই বর্মটি এনে দাও যেটা আমি বদরের দিন পরিধান করেছিলাম এবং যেটিকে আমি আজ পর্যন্ত সযত্নে আগলে রেখেছি। সাআদ সেই ব্যক্তি চিলেন, যিনি বদরের যুগে সদ্য যুবক ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর হাতে পারস্য বিজয় সম্পন্ন হয়। তিনিই কুফার প্রতিষ্ঠাতা এবং ইরাকের গভর্ণর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে সে সব সম্মান ও গর্ব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্মানের তুলনায় একেবারে তুচ্ছ ছিল। সেই কারণেই তিনি বদরের যুদ্ধের দিনের পরিধানকে নিজের জন্য সমস্ত সম্মানের উর্ধ্বে বলে মনে করতেন আর তাঁর শেষ ইচ্ছে এটাই ছিল যে, সেই পোশাকে আবৃত করেই যেন তাঁকে কবরে নামানো হয়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম. এ, পৃ: ৩৭৩)

বদরী সাহাবীদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুমান এর থেকেও পাওয়া যায় যে, আঁ হযরত (সা.) এই উম্মতে আগমণকারী মাহদীর একটি নিদর্শন আখ্যা দিয়ে বলেছেন, তাঁর কাছেও একটি পুস্তক থাকবে যার মধ্যে বদরের সাহাবাদের সংখ্যা অনুসারে তিনশ তেরোজন সাহাবাদের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, 'যেহেতু সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মাহদীর কাছে একটি ছাপানো পুস্তক থাকবে যার মধ্যে তিনশ তেরোজন সাহাবার নাম লিপিবদ্ধ থাকবে। অতএব, একথা বর্ণনা করারও আবশ্যক যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ পূর্ণ হয়েছে। একথা তো স্পষ্ট যে, এই উম্মতে কোনও ব্যক্তি জন্ম নেয় নি যে মাহদী হওয়ার দাবী করত আর তার কাছে ছাপাখানাও থাকত। আর তার কাছে এমন একটি পুস্তক থাকত যার মধ্যে তিনশ তেরোজন সাহাবার নাম লিপিবদ্ধ থাকত। স্পষ্টতই এই কাজ যদি মানুষের ক্ষমতার মধ্যে হত তবে এর পূর্বে বহু মিথ্যাবাদী নিজেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল হিসেবে প্রমাণ করতে পারত। কিন্তু আসল কথা হল, খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে এমন কিছু অলৌকিক শর্ত যুক্ত থাকে যে কোন মিথ্যাবাদী সেটিকে কাজে লাগাতে পারে না এবং তাকে সেই সব উপায় ও উপকরণ দেওয়া হয় না যা একজন সত্যবাদীকে দেওয়া হয়ে থাকে। শেখ আলি হামযাহ বিন আলি মালিক আত তওসি তাঁর রচনা 'জোয়াহিরুল আসরার' গ্রন্থে, যেটি ৮৪০ হিজরীতে রচিত হয়েছিল, সেটিতে তিনি প্রতিশ্রুত মাহদী সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখেন-যার অনুবাদ হল- অর্থাৎ মাহদী সেই গ্রাম থেকে বের হবেন যার নাম হবে কাদাআ (বস্তুত এই নামটির অপভ্রংশে কাদিয়ান এ পরিণত হয়েছে) অতঃপর বলেন, খোদা তা'লা সেই মাহদীর সত্যায়ন করবেন এবং দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর হাতে একত্রিত করবেন, যাদের সংখ্যা বদরী সাহাবদের সংখ্যার সমান হবে। অর্থাৎ তিনশ তেরোজন হবে এবং তাঁদের নাম-ঠিকানা ও পরিচয় ছাপানো পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকবে। এখন স্পষ্টতই এর পূর্বে কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য হয় নি যে সে প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবি করত আর তার কাছে একটি ছাপানো পুস্তক থাকত যাতে তার বন্ধুদের নাম লিপিবদ্ধ থাকত। কিন্তু আমি এর পূর্বেই আয়েনাতে কামালাতে ইসলাম পুস্তকে তিনশ তেরোজনের নাম লিপিবদ্ধ করেছি আর এখন পুনরায় 'হুজ্জাত'(অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ) পূর্ণ করার জন্য তিনশ তেরো জনের নাম লিপিবদ্ধ করছি। 'আঞ্জামে আথম' পুস্তিকার পরিশিষ্ট অংশে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লেখেন, "যাতে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও আমার স্বপক্ষেই পূর্ণ হয়েছে আর হাদীসের অভিপ্রায় অনুসারে প্রথমেই একথা বর্ণনা করা আবশ্যক যে, এই সমস্ত সাহাবা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও পবিত্রতচেতা এবং তাঁরা নিজেদের মর্যাদা অনুযায়ী পারস্পরিক সম্প্রীতি, খোদার কারণে জগতবিমুখতা এবং ধর্মীয় তৎপরতায় অন্যদের থেকে বহু যোজন এগিয়ে রয়েছে আর সেকথা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। ..... এখন দেখুন, এই তিনশ তেরোজন নিষ্ঠাবান সাহাবা, যাঁদের নাম এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, তাঁরা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল যাঁদের কথা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে 'কাদাআ' শব্দও রয়েছে যা স্পষ্ট কাদিয়ান নামের প্রতি নির্দেশ করছে। সুতরাং হাদীসের সারমর্ম এই যে, সেই প্রতিশ্রুত মাহমদী কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করবে এবং তার কাছে একটি ছাপানো পুস্তক থাকবে যার মধ্যে তিনশ তেরোজন নিষ্ঠাবান সাহাবার নাম লিপিবদ্ধ থাকবে। অতএব, প্রত্যেকেই একথা অনুধাবন করতে পারে যে, হাজার বছর পূর্বে প্রকাশিত সেই সব পুস্তকে কাদিয়ান নাম লিখে দেওয়া আমার ক্ষমতাভুক্ত বিষয় ছিল না। আর না আমি ছাপাখানার কোন যন্ত্রাংশ তৈরী করেছি, যাতে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আমি এই উদ্দেশ্যে সেই যুগে কোন ছাপাখান উদ্ভাবন করেছি।" ছাপাখানার আবিষ্কার তো আমি করি নি। "আর তিনশ তেরোজন নিষ্ঠাবান সাহাবা তৈরী করা ক্ষমতাও আমার ছিল না। বরং এই সমস্ত উপকরণ স্বয়ং খোদা তা'লা সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি স্বীয় রসুল (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে দেখান। "

(আঞ্জামে আথাম-এর পরিশিষ্টাংশ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩২৪-৩২৫ ও ৩২৯)

বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সা.) এবং হযরত মূসা (আ.) এর সাদৃশ্য র্বণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, 'বনী ইসরাঈল জাতির ন্যায় খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দারা পবিত্র মক্কায় তেরো বছর পর্যন্ত

কাফেরদের হাতে কঠোরভাবে নির্যাতিত হতে থাকে আর তাদের এই যাতনা সেই যাতনার চেয়ে অনেক বেশি ছিল যা ফেরাউনের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈল জাতি ভোগ করেছিল। অবশেষে এই পুণ্যবান বান্দারা সেই মহা সম্মানীয় পুণ্যাত্মা সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতে মক্কা থেকে পলায়ন করে, যেরূপে বনী ইসরাঈল জাতি মিশর থেকে পলায়ন করেছিল। অতঃপর মক্কাবাসী হত্যার করার উদ্দেশ্যে তাঁদের পিছু ধাওয়া করে আর, যেভাবে ফিরাউন বনী ইসরাঈলকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করেছিল। অবশেষে এই ধাওয়া করার চূড়ান্ত পরিণতি স্বরূপ বদর প্রান্তরে এমনভাবে ধ্বংস হল যেরূপে ফেরাউন তার সৈন্যদলসহ নীলনদীতে ধ্বংস হয়েছিল। এই রহস্য উন্মোচনের জন্য আঁ হযরত (সা.) বদরের প্রান্তরে মরদেহগুলোর মাঝে আবু জাহলের মরদেহকে দেখে বলেছিলেন, এ ব্যক্তি এই উম্মতের ফেরাউন ছিল।

বস্তুত, যেভাবে ফেরাউন এবং তার সৈন্যদলের নীলনদীতে ধ্বংস হওয়া এমন বিষয় ছিল যা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এবং অনুভব করা হয়েছে। যা সংঘটিত হওয়া নিয়ে কোন সংশয় নেই, অনুরূপভাবে আবু জাহল এবং তার সেনাদলের পিছু ধাওয়া করার সময় বদরের যুদ্ধে নিহত হওয়া এমন বিষয় যা প্রত্যক্ষ করা গেছে এবং অনুভব করা গেছে। আর এটা অস্বীকার করা নিবুর্দ্ধিতা এবং উন্মাদনার নামান্তর। ..... সেই ইসরাঈলী অর্থাৎ খোদার বান্দা যাদেরকে আমাদের প্রিয় প্রভু মক্কাবাসীর জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করেন, তারা বদরের ঘটনার পর ঠিক সেই ভাবে গীত গেয়েছিল যেভাবে বনী ইসরাঈল জাতি মিশরের নদীর তীরে গেয়েছিল আর সেই আরবী গীত এখনও বিভিন্ন পুস্তকে সংরক্ষিত আছে যা বদরে ময়দানে গাওয়া হয়েছিল।"

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ২৯০-২৯১)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, বাইবেলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে 'মসীল' (প্রতিরূপ) এর উল্লেখ রয়েছে, তিনি হলেন সেই ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত নবী যিনি তাঁর জামাতসহ অনবরত তেরো বছর যাতন সহন করে, বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দেখে অবশেষে জামাতসহ পলায়ন করেন এবং তাঁকে পিছু ধাওয়া করা হয়। অবশেষে বদরের চূড়ান্ত যুদ্ধে কয়েক ঘন্টায় আবু জাহল ও তার সেনাবাহিনী তরবারির ধারাতে ঠিক সেই ভাবেই নিহত হয়েছে যেভাবে নীল নদের ধারায় ফেরাউন ও তার সেনাদলের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল। দেখ, মিশর ও মক্কা এবং নীলনদ ও বদর- এদের পরস্পরের মধ্যে কেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য রয়েছে।"

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ২৯২)

কুরআন শরীফে লেখা আছে, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ (আলে ইমরান: ১২৪) আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমাদেরকে তুচ্ছ ছিলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা খুতবা ইলহামিয়ায় বদর এবং চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝে এক সূক্ষ্ম সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন- যার (উর্দু) অনুবাদ হল, 'আর এই চারশ গণনা খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর হিজরতের পরের যাতে ধর্মের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় যা কিতাবে মুবীন এ পূর্বেই করা হয়েছিল। অর্থাৎ খোদার বচন- وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ (আলে ইমরান: ১২৪)। অতএব, চাক্ষুষমানদের ন্যায় এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দাও। কেননা, নিঃসন্দেহে এই আয়াত দুটি বদর এর প্রমাণ বহন করে। প্রথমত, সেই বদর যা পূর্ববর্তীদের সাহায্যের জন্য হয়েছিল আর দ্বিতীয় বদর যা পশ্চাদবর্তীদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই আয়াতে এক সূক্ষ্ম বিষয়ের ইঙ্গিত দেয় সেই ভবিষ্যতের প্রতি যা গণনার নিরিখে চতুদশী চাঁদ (বদর) সদৃশ হবে। আর এই চারশ বছর এক হাজার বছরের পরে। আর রূপক অর্থে এটাই খোদার নিকট বদরের রাত্রি (চতুর্দশী চাঁদ)। এতদ্সত্বেও আমি স্বীকার করি যে, এই আয়াতের আরও অন্য অর্থও রয়েছে যা অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। যেমনটি আলেমগণ অবগত আছেন। কেননা, এই আয়াতের দুটি দিক রয়েছে,আর রয়েছে দুটি সাহায্য এবং দুটি বদর। একটি বদরের সম্পর্ক অতীতের যুগের সাথে এবং দ্বিতীয় বদরের সম্পর্ক ভবিষ্যতের সঙ্গে। যখন মুসলমানেরা লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছিল, যেমনটি এই যুগে দেখছ, আর ইসলামের সূচনা হয়েছিল হিলাল (প্রথম রাত্রির চাঁদ)এর ন্যায়। এবং অবশেষে শেষ যুগে খোদার নির্দেশে বদর হওয়া অবধারিত ছিল। অতএব, ইসলাম এই শতাব্দীতে বদরের রূপ ধারণ করুক যা গণনার দিক থেকে বদরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, এটাই খোদা তা'লার প্রজ্ঞার অভিপ্রায়। 'লাকাদ নাসারাকুমুল্লাহু বিবাদর' আয়াতে খোদা তা'লার বাণীতে এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, এ বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা কর, উদাসীন হয়ো না। নিঃসন্দেহে 'লাকাদ নাসারাকুম' শব্দবন্ধ এখানে ভিন্ন অর্থের দৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমনটি খোদার পরিচয়লাভকারীদের উপর প্রকাশিত হয়ে থাকে। বস্তুত, খোদা তা'লা ইহুদের বিপরীতে ইসলামের জন্য দুটি লাঞ্ছনার পর দুটি সম্মান রেখেছিলেন। অর্থাৎ তাদের জন্য শাস্তি হিসেবে দুটি সম্মানের পর দুটি লাঞ্ছনা নির্ধারিত ছিল। যেমনটা বনী ইসরাঈল সূরায় সেই সব দুরাচারী ও অত্যাচারীদের ঘটনা তোমরা পড়ে থাক। সুতরাং যে সময় মুসলমানেরা মক্কায় প্রথম লাঞ্ছনা ভোগ করেছিল, খোদা তা'লা স্বীয় বাণীতে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন- اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ (আল হজ্জ: ৪০) এবং 'আলা নাসরিহিম' শব্দবন্ধের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মোমেনদের হাতে কাফেরদের উপর আযাব নেমে আসবে। সুতরাং খোদা তা'লার এই প্রতিশ্রুতি বদরের দিন প্রকাশিত হয়েছে আর কাফেরদেরকে মুসলমানদের তরবারির ধারায় হত্যা করা হয়েছে।"

(খুতবা ইলহামিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৬, পৃ: ২৭৩-২৭৭)

তিনি(আ.) আরও বলেন- "এখন এই চতুর্দশ শতাব্দীতে সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটছে যা বদরের সময় ঘটেছিল যার জন্য খোদা তা'লা বলেছেন- وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ (আলে ইমরান: ১২৪)। বস্তুত এই আয়াতেও একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল। অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন ইসলামের গৌরব রবি অস্তমিত হবে, সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা রক্ষার সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইসলামের সাহায্য করবেন।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৮০)

তিনি (আ.) বলেন- "এখন দেখুন, সাহাবাদেরকে বদরে সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, এই সাহায্য এমন সময় দেওয়া হয়েছে যখন তোমরা সংখ্যা নগণ্য ছিলে। বদরে কাফের বাহিনী পর্যদুস্ত হয়েছিল। বদর সম্পর্কে এমন অসাধারণ নিদর্শন প্রকাশের মাধ্যমে ভবিষ্যতেরও একটি সংবাদ রাখা হয়েছিল। সেটি হল এই যে, বদর চতুর্দশী চাঁদকেও বলা হয়। এর দ্বারা চতুর্দশ শতাব্দীতে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রকাশের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। আর এই চতুর্দশ শতাব্দীর জন্যই মহিলারা পর্যন্ত বলত যে, চতুর্দশ শতাব্দী আশিস ও কল্যাণ নিয়ে আসবে। খোদার কথা পূর্ণ হয়েছে আর চতুর্দশ শতাব্দীতে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় অনুসারে 'আহমদ' নামের বিকাশ ঘটেছে আর সেটা হলাম আমি।" তিনি (আ.) নিজের সম্পর্কে বলেন, "আহমদ নামের বিকাশ ঘটেছে আর সেটা হলাম আমি। যার প্রতি বদরের এই ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) সালাম বলেছেন। কিন্তু পরিতাপ! যখন সেই দিনটি উপস্থিত হল এবং চতুর্দশী চাঁদ উদিত হল, তখন আমাকে ব্যবসায়ী এবং স্বার্থলোভী বলা হল। পরিতাপ সেই সব লোকের জন্য যারা দেখেও দেখল না। সময় পেয়েও সনাক্ত করল না। যারা মিম্বরে চড়ে কেঁদে কেঁদে বলত, চতুর্দশ শতাব্দীতে এই ঘটনা ঘটবে, তারা সব গত হয়েছে। এখন সেই সব লোকগুলো রয়ে গেছে যারা মিম্বরে চড়ে বলে, যে এসেছে সে মিথ্যাবাদী। এদের কি হয়েছে! এরা কেন দেখে না এবং চিন্তা করে না! সেই সময়ও আল্লাহ্ তা'লা বদরেই (চতুর্দশ রাত্রিতেই) সাহায্য করেছিলেন আর সেই সাহায্য ছিল 'আযিল্লাহ' -দের প্রতি যখন কেবল তিনশ তেরোজন ব্যক্তি ময়দানে এসেছিলেন আর সর্বসাকুল্যে দুই-তিনটি কাঠের তরবারি ছিল আর সেই তিনশ তেরো জনের মধ্যে অধিকাংশ কিশোর বয়সের ছিল। এর থেকে দুর্বলতর অবস্তা আর কি হতে পারত। অপরদিকে ছিল বিরাট সৈন্যদল আর তাদের প্রত্যেকে যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত যোদ্ধা ছিল। আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষে বাহ্যিক উপকরণ কিছুই ছিল না। সেই সময় রসুলুল্লাহ্ (সা.) এক স্থানে দোয়া করেন- اَللّٰهُمَّ اِنْ اَهْلَكْتَ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ لَنْ تُعْبَدَ فِي الْاَرْضِ اَبَدًا অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আজ যদি তুমি এই জামাতকে ধ্বংস করে দাও তবে তোমার উপাসনাকারী আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। শোনো! নিশ্চয় আমিও ঠিক সেভাবেই বলছি, আজ আমরা সেই বদর সদৃশ পরিস্থিতির সম্মুখীন। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই জামাতকে তৈরী করছেন। সেই বদর এবং 'আযিল্লাহ' শব্দ বিদ্যমান রয়েছে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯০-১৯১)

তিনি (আ.) বলেন, 'চৌদ্দ-র প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বিরাট সামঞ্জস্য রয়েছে। চতুর্দশী চাঁদ পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে। وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ (আলে ইমরান: ১২৪) আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ সেটা ছিল এক বদর যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) বিরোধীদের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ও আঁ হযরত (সা.)-এর জামাত সংখ্যা নগণ্য ছিল। আর এটা হল দ্বিতীয় বদর। " অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২)

'বদরের যুদ্ধে কাহিনী ভুলে যেও না।'- ইলহামটির বিষয়ে হযরত কাযি আব্দুর রহীম সাহেব (রা.) ১৯০৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁর ডায়রিতে লেখেন- "আজ রাত্রিতে হযরত (আ.) স্বপ্ন শুনিয়েছেন। 'কেউ বলল বদরের যুদ্ধের কাহিনী ভুলে যেও না" (তাযকেরা, পৃ: ৬৬৮)

আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের মাঝে বদরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 21-28 Sep, 2023 Issue No.38-39

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বিশেষ ব্যুৎপত্তি তৈরী করেন আর আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রাণদাস এর আগমণের বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হই। আল্লাহ তা'লা যেন মুসলমান জাতিকেও বদরের এই ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবন করার এবং আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বে আগমণকারী প্রতিশ্রুত মসীহকে সনাক্ত করার তৌফিক দেন যাতে মুসলমান জাতি পুনরায় নিজেদের হৃত গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

এখন জলসা সালানা প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আগামী শুক্রবার থেকে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা শুরু হতে চলেছে। এবার তিন-চার বছর পর বহির্বিশ্ব থেকেও অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে অতিথিরা এখানে আসবেন, বরং অতিথিদের আগমণ শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যেক সফরকারীর সফর নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করুন আর সবাই এখানে এসে জলসার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে কল্যাণমণ্ডিত হোন। অনুরূপভাবে যুক্তরাজ্য জ ামাতের সদস্যরাও খাঁটি উদ্যম ও প্রেরণা নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করুন আর কেবলমাত্র এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখুন যে, জলসার দিনগুলোতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক মানকে উঁচু করার সর্বাত্মক চেষ্টা করব। অনুরূপভাবে সমস্ত কর্মীবৃন্দ যারা জলসায় বিভিন্ন ডিউটিতে নিয়োজিত রয়েছেন তারা জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথি মনে করে খিদমত করার চেষ্টা করুন।

এবছর প্রত্যাশা এটাই যে, জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাবে আর এই কারণে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে কোন কোন স্থানে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। এমনিতে আমি আশা করি, মাশাআল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের জামাতের জলসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এখন এতটা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে যে, হয়তো অধিকাংশ বিষয়ের সমাধান তারা নিজেরাই বের করে নিয়েছে। আর কোন খামতি থাকলেও খুব সামান্য কিছু হবে। আর কোন সমস্যা দেখা দিলেও তারা সুচারুরূপে এর সমাধান করে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এমন সমস্যা যেন না দেখা দেয় যা অতিথিদের জন্য কোন কোন ধরণের কষ্টের কারণ হয়। ইসলাম অতিথিদের সম্মান করার উপদেশ দেয়। অধিকন্তু সেই সব অতিথি যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর আহ্বানে কেবলমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আসেন, ডিউটিতে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মী ও স্বাগতিকদের উচিত সেই সব অতিথির বিশেষ সম্মান ও সেবা করা। আর অকৃত্রিম আত্মত্যাগের চেতনা নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের সেবা করা উচিত। অতিথিদের আপ্যায়ন প্রসঙ্গে ইসলামের শিক্ষা কি? আঁ হযরত (সা.) অতিথিদের সেবা প্রসঙ্গে কি প্রত্যাশা রাখেন? এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) একবার বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের উপর ঈমান আনে সে যেন নিজের অতিথির সেবা করে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৬১৩৫)

জলসার দিনগুলোতে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মানুষ এসে থাকেন। অনেক সময় তাদের প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসারে যত্ন নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় অতিথি নিজের মেজাজের কারণে এমন কথা বলে বসে বা এমন কথা প্রকাশ করে যা ডিউটি প্রদানকারীদের জন্য অসহনীয় হয়। কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার রসুল এই আদেশই দিয়েছেন যে, তোমরা সর্বাবস্থায় অতিথিদের সম্মান করবে। কেননা, এর দ্বারাও তোমাদের ঈমানের মান যাচাই করা হয়। অতএব, এ বিষয়ে অনেক যত্নবান থাকবেন আর ডিউটিতে নিয়োজিত সেবকদের সব সময় নিজেদের উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করতে থাকা উচিত আর তাদের মুখে সব সময় হাসি থাকা উচিত।

স্বেচ্ছাসেবীরা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে অতিথিদের সেবার জন্য পেশ করেছে। তাই তাদেরকে সেই মানও অর্জন করা উচিত যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সা.) আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন। উন্নত চারিত্রিক গুণের প্রকাশের জন্য ইসলাম আমাদেরকে কোন মান অর্জন করার উপদেশ দেয়? এ বিষয়ে আঁ হযরত (সা.) বলেন, নিজের ভাইয়ের সামনে তোমার হাস্যবদন তোমার জন্য সদকা। তোমার পক্ষ থেকে সৎ কর্ম করার উপদেশ দেওয়া এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখাও তোমার জন্য সদকা। কোন পথহারা মানুষকে পথের দিশা দেওয়া এবং অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখানোও তোমার জন্য সদকা। পথ থেকে পাথর, কাঁটা এবং অস্থিখণ্ড অপসরণ করাও তোমার জন্য সদকা। অর্থাৎ নোংরা দূর করা। এবং নিজের বালতি থেকে ভাইয়ের বালতিতে কিছু দিয়ে দেওয়াও তোমার জন্য সদকা।

(জামেউত তিরমিযি, আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলাহ, হাদীস-১৯৫৬)

অতএব, এই হল সেই মান যা প্রত্যেক আহামদীর জন্য অর্জন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা আমি এখন কর্মীবৃন্দদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাই তাদেরকে আমি বিশেষ করে বলতে চাই যে, সব সময় হাসি মুখে থাকা একটা অনেক বড় গুণ।

ডিউটি দিতে গিয়ে অনেক সময় ঘুমানোর জন্য সময় কম পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে ক্লান্তিও থাকে। কিন্তু, আদেশ হল এমন পরিস্থিতিতেও মুখে যেন হাসি লেগে থাকে আর আন্তরিক খুশি নিয়ে সেবা কর।

এছাড়া তরবীয়ত বিভাগের জন্য বিশেষ করে এবং সাধারণ ডিউটি প্রদানকারীদের সাধারণত এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত যে, কেউ যদি কারো মধ্যে ভুল কিছু দেখে যা আমাদের পরিবেশের পবিত্রতা এবং শিক্ষার পরিপন্থী হয় তবে বিনয় ও স্নেহ দিয়ে তাকে বোঝাবেন।

পরের বিষয়টি হল রাস্তাঘাটের পরিচ্ছন্নতা, রাস্তা নির্দেশের নয়। যদি আমাদের ব্যবস্থাপনায় পথনির্দেশনার জন্যও একাধিক দল গঠন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্থানে বোর্ডও লাগানো হয়ে থাকে যাতে পথনির্দেশনা লেখা থাকে এবং স্থানের চিহ্নও দেওয়া থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কোনও ডিউটি প্রদানকারীদেরকে কেউ রাস্তা জিজ্ঞাসা করে তবে তাকে বলে দেওয়া উচিত। যাদের ডিউটিতে নিযুক্ত করা হয়েছে তারাই একাজ করবে এমনটি জরুরী নয়। যে কেউ যদি সে রাস্তা চেনে তবে দেখিয়ে দেওয়া উচিত। এটাই উন্নত চরিত্রের প্রদর্শন। নিজে না জানলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে পাঠিয়ে দিন। আর প্রতিবন্ধী ও অন্ধদের সাহায্য করা তো এমনিতেও জরুরী, এটা তো সকলেরই জানা আছে। এখানে এ বিষয়ের দিকে লক্ষ্যও রাখা হয়। তাই এ বিষয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

এছাড়া রাস্তা এবং বিভিন্ন স্থানে যদি কোন অতিথি বা কোন ব্যক্তি কোন প্যাকেট বা ডিসপোজেবল গ্লাস জাতীয় কোন জিনিস বা আবর্জনা ফেলে চলে যায় তবে পরিচ্ছন্নতা বিভাগ সেদিকে লক্ষ্য রাখে এবং নিয়মিত পরিস্কার করে। কিন্তু যে কোন কোন কর্মী যদি কোন নোংরা কিছু পড়ে থাকতে দেখেন তবে তারা নিজেরাই সেগুলিকে তুলে কাছের ডাস্টবিনে ফেলে দিবেন। ব্যবস্থাপকদেরও বিভিন্ন জায়গায় কাছাকাছি ডাস্টবিন রেখে দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে তাদের এ বিষয়টিও দেখাশোনা করা উচিত যে, পরিস্থিতি এমন যে যে কেউ এমন কিছু বিপজ্জনক কিছু ফেলে না চলে যায়।

অনুরূপভাবে খাদ্য পরিবেশনকারীদেও অতিথিদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। কখনও খাবারে ঘাটতি থাকলে তাদেরকে ভালবেসে বোঝান যে, খাবার কম হওয়ার কারণে আসুন ভাগ করে খাই যাতে প্রত্যেকে কিছু না কিছু পেয়ে যাই। সাধারণত এমন সম্ভাবনা খুব কম থাকে। কিন্তু কখনও এমন পরিস্থিতি দেখা দিলে খুব ভালবাসা ও প্রজ্ঞার সাথে খাওয়াতে পারে এমন ব্যক্তিদের এ বিষয়টির সমাধান করার চেষ্টা করা উচিত। অনুরূপভাবে ট্রাফিক বিভাগ রয়েছে, এখানে অনেক সময় কিছু বিশৃঙ্খলা তৈরী হয়, বিশেষ করে প্রতিকুল আবহাওয়া হলে এমনটি ঘটে। তাই আমি এখানে আগমণকারী অতিথিদেরকেও বলব যে, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, তেমনি এই বিভাগের কর্মীদের উদ্দেশ্যেও বলব যে, আপনারা সব সময় উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করুন।

অনুরূপভাবে জলসার আরও অন্যান্য বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেককে আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশ পালন করে সব সময় হাসি মুখে কাজ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা করুন, সমস্ত কর্মীরা সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে পারে এবং জলসা সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত হয়। প্রত্যেক আহমদীকে বিশেষভাবে জলসার সফলতার জন্য দোয়া করতে থাকা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir